বাবুম্ বুবুম্ বুম্ !

ভয়ঙ্কর ভারী একটা যুদ্ধ)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী-লিখিত

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী-বিচিত্রিত

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাব্লিশিং হাউস
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫[illegible]

দাম আট আনা

প্রিণ্টার—
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাংলার সর্ব্বকনিষ্ঠ কবি

শ্রীমান্ শঙ্কর দাশ গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

এই বইয়ের যতো হাসির গল্প

সেই সাথে
শ্রীশৈলর আঁকা
অজস্র মজার ছবি!
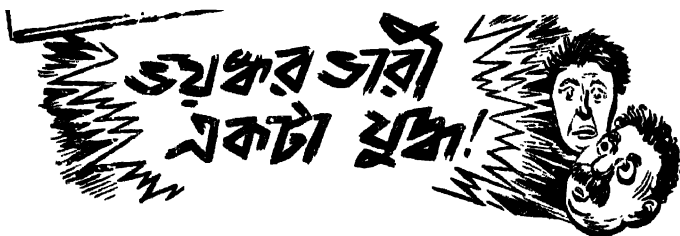
[বিলিতি 'ওয়ার্-জার্ণাল্' থেকে ছাঁকা নকল, তাছাড়া যুদ্ধের গল্প পাবো কোথায়, যুদ্ধ কি আর স্বচক্ষে দেখেছি ?]

"বুবুম্ বুবুম্ বুম্—বুম্—বাম্—বোম্—!"

ঘন ঘন গর্জ্জন হ'তে থাকে।

ঘন ঘোর গর্জ্জন !

আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই বোমারু প্লেন্‌দের কুচকাওয়াজে সারা আকাশ ভরে' যায়।

যেম্‌নি না দেখা, যেই মাত্র না শোনা, গোবর্দ্ধন অম্‌নি চিৎপটাং হয়ে প'ড়েছে, এবং দাদাকেও ভূমিশয্যায় আমন্ত্রণ করেছে।

"চট্‌পট্‌ শুয়ে পড়ো দাদা! দেখছ কি? শুয়ে না পড়লে ঘুমিয়ে দেবে, বুঝছ না ?"

"বুম্—বাম্—ব্যাম্—বোম্—বি—উম্!" বল্‌তে না বল্‌তে আকাশবাণীর মধ্যে গোবর্দ্ধনের নিমন্ত্রণ পত্রের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

হর্ষবর্দ্ধন অটল অবিচল—বড় বড় বিপদের সম্মুখে চিরদিনই তিনি তাঁর গোঁফের মতই চাঞ্চল্যহীন, গোবর্দ্ধনের কথাটা গেরাহ্যিই করেন নি।

"হ্যাঁ, শুয়ে থাক্‌বার জন্যেই যুদ্ধে আসা কিনা? যুদ্ধে আসা চাট্টিখানি নয়! অমন কতো বুম্ বুম্ হবে, কতো কি না হবে, শুয়ে থাক্‌লেই চলবে কিনা? প্রাণ দিতেই আমি এসেছি, প্রাণ হাতে করেই বসে আছি, পকেটে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে' আসি নি। তোর মত, শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ার নাম যুদ্ধ করা নয়।"

"বুবুম্ বাবুম্—বাবুম্ বুবুম্—বুম্ বুমা—বুম্—বুং!"

তর্জ্জন-গর্জ্জনের তোড়-জোড় বেড়েই চলে আরো।

"শুনে না তো? শুন্‌লে না তো? আমাকেই ভুগতে হবে; বেশ বুঝছি।" গোবর্দ্ধন আক্ষেপ করতে থাকে।

খানিকক্ষণ ধরে গর্জ্জন আর বর্ষণের পরে বোমারুরা বিদায় নেয়। কিন্তু অম্‌নি দেখতে না দেখতে কোত্থেকে আবার এক ঝাক্ গোলা-গুলি এসে হাজির! কোথায় যেন ওৎ পেতে ছিল ওরা!

দাঁড়িয়ে উঠতে না উঠতেই গোবর্দ্ধনকে ফের চারিয়ে যেতে হয়।

"মাটি কর্‌লে! মাটালে দেখছি! দাদাটাই মাটালে!—" গোবর্দ্ধন শুয়ে শুয়ে ফোঁস ফোঁস করেঃ "মাঠময় কর্‌লে একেবারে!"

"কেন বক্ বক্ করছিস বল্ তো?" হর্ষবর্দ্ধন হঠাৎ ধম্‌কে উঠলেন।

"আর রক্ষে নেই দাদা! বেশীক্ষণ বক্‌তে হবে না। যা গোলাগুলির তোড়! তোমার গালাগালির জোরকেও হার মানিয়ে ছ্যায়!···অ-রিভয়ার, দাদা, অ-রিভয়ার্!"

"কি? কি বল্‌ছিস্! য়্যা?"

"বিদায় নিচ্ছি দাদা, ফরাসী ভাষায় বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছে।" কাতরস্বরে গোবরা জানায়ঃ "অ-রিভয়ার্!"

মৃত্যুর মুখোমুখি শুয়ে থেকেও বিদ্যা জাহির করার সুযোগ সে ছাড়ে না।

"তার মানে?" হর্ষবর্দ্ধন গর্জ্জন করে ওঠেন।

"তার মানে হচ্ছে গুড্‌বাই! ইংরিজি গুড্‌বাই—ফরাসী ভাষায় গিয়ে অ-রিভয়ার্!"

গোলাগুলির খচ্‌খচানিতেও যতটা না হর্ষবর্দ্ধনের মেজাজ খিঁচড়ে ছিল, গোবর্দ্ধনের পাণ্ডিত্যের খোঁচায় তার চেয়ে ঢের বেশী বিগড়ে যায়। খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে, তার পর তিনি বলেন, "কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্।"

ভাষা-বিজ্ঞানে, জগতের বিভিন্ন ভাষা-জ্ঞানে, তিনিই বা কারু চেয়ে কম কিসে? তিনিও বলেনঃ "বেশ, তবে তাই হোক্,—কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্।"

"তার মানে?" এবার গোব্‌রার অবাক্ হবার পালা।

"তার মানেও গুড্‌বাই—তবে যে কোনো ভাষাতেই!"

হর্ষবর্দ্ধন, যদিও একবার যুদ্ধে গেছলেন, কিন্তু সেখান থেকে সশরীরে ফিরে এসে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছ্‌ল। তিনি স্থির করেছিলেন যে প্রাণান্তেও আর তিনি ওধারে কখনো পা বাড়াবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রটা ভারী বিচ্ছিরি জায়গা—একেবারেই যাবার মত জায়গা না। তিনি ভেবেছিলেন, এর পর থেকে দুধের সাধ ঘোলেই তিনি মেটাবেন, বাদ বাকী জীবনটা (এবং যুদ্ধে যখন আর যাচ্ছেন না, সে-সময়টাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হবার কথা নয়) যুদ্ধের গল্প পড়েই কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু, এর-ওর-তার লেখা যুদ্ধের গল্প যত না পড়ে, তিনি আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন ! একটা গল্পে তিনি দেখ্‌লেন, একজন কম্যাণ্ডার্ (ইন্-চীফ্, কি, ইন্ মিস্‌চীফ্ বলা শক্ত) ভেউ ভেউ করে' কাঁদ্‌ছে ! দেখে তাঁর হাসি পেল, একটুও তাঁর সহানুভূতি জাগ্‌ল না,—না কম্যাণ্ডার না লেখক কারু ওপরেই। আর একটায় দেখ্‌লেন, একজন সৈনিক, গোলাগুলির ধাক্কা থেকে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে, আর কোন উপায় না পেয়ে অবশেষে একটা পিপের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে—কাছাকাছির মধ্যে সেইটাই খুব নিরাপদ ভেবেছিল হয়তো—তারপর দিন-সাতেক না পিপে-সাৎ থেকে, খেতে না পেয়ে প্রাণের দায়ে বেচারী চিঁ চিঁ ডাক ছেড়েছে—এবং এইখানেই গল্প খতম্ ! এই কি পরে সেই কম্যাণ্ডার্ হয়েছিল না কি ? কে জানে ! এ দেখে তাঁরা কান্না পেল, এই ভেবে তিনি কেঁদে ফেল্‌লেন, এই সৈনিকই যদি সেই কম্যাণ্ডার না হয়ে থাকে—এখনো না

বুবুম্ বাবুম্—বাবুম্ বুবুম্—দুম্ দুমাবুম—দুং !”

(পৃষ্ঠা—১)

হয়ে থাকে—তা হ'লে এককালে যা একজন হবে ভাব্‌তেও ভয় করে। অবশ্যি, কে কি হবে বলা কঠিন। যুদ্ধের গল্পের লেখক হলে হয়ত বলে' দেয়া যেত যে গাঁজার কল্‌কে ফিরি করে ফির্‌বে, কিন্তু যোদ্ধার বেলা কিছুই বলা যায় না—কম্যাণ্ডার হ'লে, এ চাই কি, কান্নাকাটি করেই কেবল ঠাণ্ডা হবে না, হয়তো কোমর বেঁকিয়ে, যুদ্ধের মহড়া দিতে দিতেই, বীরত্বের তাল ঠোকার সাথে সাথেই, বাবুম্ বুবুমের তালে, জম্‌কালো নাচেরও একটা প্যাঁচ্ দেখিয়ে দিতে লাগবে! এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সে কী ভয়াবহ বিচ্ছিরি দৃশ্য হবে—ভাবো দিকি!

যাই হোক্, গোবর্দ্ধনকে ডেকে তক্ষুণি তক্ষুণি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন: "বুঝ্‌লি রে গোবরা, এই সব যুদ্ধু-মার্কা গল্প কারা লেখে জানিস্? যতো সব বুদ্ধু-মার্কা লোক।"

"আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই সেই সব গল্প পড়ে।" দাদার দিকে কটাক্ষ করেই গোবর্দ্ধনের কথাটা বলা। "কী বলো দাদা?"

হর্ষবর্দ্ধন কথাটা গায়ে মাখেন না। গায়ে লাগান না কথাটা। মারটা খেতে হলে চারিয়ে খাওয়াই ভালো, তা হলে আর তত গায়ে লাগে না, এমন কি, তারিয়েও খাওয়া যায়।

তিনি বলেন: "হ্যাঁ, আবার তার চেয়েও যারা বোকা, তারাই কিনা যুদ্ধে যায়। যেমন—যেমন আমরা গেছ্‌লাম!"

অর্থাৎ কথাটা তিনি ভালো করেই গায়ে মাখেন। গোব্‌রাকে, গোব্‌রার প্যাঁচেই ফেলে, ওর কথা আর ওর সঙ্গে

গায়ে গায়ে মাখামাখি করে', কোলাকুলি করেই, বল্‌তে কি, একই চোরাবালির গর্ভে দুজনে জড়াজড়ি করে' ডুবে যান্!

"সেই গল্পটা পড়েছিস্ নাকি?" হর্ষবর্দ্ধন গোবরাকে ডেকে শুধোন্ঃ "ভারী মজার গল্প!"

"কোন্ গল্পের কথা বল্‌ছ?"

"সেই কম্যাণ্ডার-কাঁদানো গল্পটা! সেই যে, এদিকে একটা টাইম্-বোম্ ফাট্‌ছে, আর ওদিকে একটা চীনের মেয়ে তিড়িং করে' নাচ লাগিয়েছে আর তাই না দেখে এক জাপানী কম্যাণ্ডার হাউ মাউ করে' কাঁদতে সুরু করে' দিয়েছে। কাঁদছে আর বক্তৃতা দিচ্ছে!"

"নাতো!"

"আহা, সেই যে—রে—!" হর্ষবর্দ্ধন এবার ধম্‌কে দ্যান্।

"উঁহু।" তবুও গোবর্দ্ধনের মনে পড়ে না।

"আহা!—" হর্ষবর্দ্ধন হঠাৎ গদগদ হয়ে পড়েনঃ "আহা, সে রকম যদি হয় তাহলে আমি আবার আরেক বার যুদ্ধে যাই!"

"চীনের মেয়ের নাচ দেখবার জন্যে?" গোবর্দ্ধন অবাক হয়ে যায়ঃ "প্রাণ হাতে করে নাচ দেখতে চাও, তোমার সখ তো কম নয়।"

"সেই তো মজারে! নাচ দেখতে দেখতে বোমার ঠেলায় সটান্ আকাশে উঠে গেলাম—নর্ত্তকী, আমি, সব সমেত—মন্দ কি? সোজাসুজি স্বর্গে রওনা—সেই তো আরাম! আহা!"

"আরাম না কচু!" গোবরার ধারণা অন্যরকম।

"মেয়েদের নাচ দেখিস্ নিতো ? তুই কি জান্‌বি ?" হর্ষবর্দ্ধন বলেন : "দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।"

"গান শুনেছি।" গোবরা বলে : "গান শুনলে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।"

"নাচ তো দেখিস্‌নি ! নাচ দেখলে পৃথিবী থেকেই পিট্‌টান্ দিতে চাইতিস্ !"

"ভারী ভয়ঙ্কর নাচ তো !" গোবর্দ্ধন চোখ বড়ো বড়ো করে' ফ্যালে।

"হুঁঃ ! ভয়ঙ্কর বলে' ভয়ঙ্কর ! সেই জাপানী কম্যাণ্ডার তো নাচ দেখেই আধমড়া হয়ে গেছল, বাকী যেটুকু ছিল টাইম্ বোমেই সাবড়ে দিল বেচারার !"

"কোন্ কম্যাণ্ডার ?" গোবরা ফের জিজ্ঞেস্ করে।

"সেই কাঁদুনে কম্যাণ্ডার ! কে আবার ! কতবার করে' বলবো ? নাচ দেখছে আর বল্‌ছে, আমাকে মের না, দোহাই তোমার—তোমার পায়ে পড়ি, মেরনা আমায়—"

"সেই মেয়েটা ওকে খুব মারছিল বুঝি ?" গোবর্দ্ধন বাধা দ্যায় : "নাচছিল তো বল্লে ?"

"টাইমবোম্ হাতে নিয়ে নাচছিল না ? বল্লুম কি তবে ? একটা ফাটন্ত বোমা ! কি বল্লুম তাহলে ?"

"ও—!!" এবার গোবরা বুঝতে পারে।

"তোর কি আক্কেল গোবরা, নাচের ভয়ে একজন কম্যাণ্ডার

কেঁদে ফেলবে—তুই বলিস্ কি? প্রাণের ভয়েই তো! বুঝতে তোর এত দেরি লাগে!" হর্ষবর্দ্ধন ছ্যা ছ্যা করেন।

"বুঝতে পেরেছি।" গোবর্দ্ধন বলে: "বাবা, বোমার সাম্‌নে আমি নিজেই কেঁদে ফেলব, কম্যাণ্ডার আর বেশী কি!"

"তবেই বোঝ্! একজন জাপানী কম্যাণ্ডার আর বেশী কি!" হর্ষবর্দ্ধন বলেন: "বোমার সঙ্গে কারু উপমা হয়?"

"কি কম্যাণ্ডার বল্লে? জাপানী কম্যাণ্ডার? আমার বিশ্বাস হয় না।" গোবর্দ্ধন ঘাড় নাড়ে। "একদম না!"

"কেন, অবিশ্বাসের কি হোলো?"

"জাপানীরা প্রাণের ভয়ে কাঁদবে, আমার বিশ্বাস হয় না।"

"বাস্! আমি নিজের চোখে দেখেছি!"

"তুমি নিজে দেখেছ কাঁদতে?"

"কম্যাণ্ডারকে কি দেখেছি আর? সে তো কাঁদতে কাঁদতেই উড়ে গেল! সেখানে কি আমি ছিলুম? দেখতে পেলাম কখন্? তবে বইয়েতে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল তা স্বচক্ষে দেখেছি।"

"উঁহু, জাপানীরা কাঁদবে না। ওদের প্রাণের ভয় বলে' কিছু নেই। ওদের সামান্য একজন সৈনিকই কাঁদবে না তো কম্যাণ্ডার!" গোবর্দ্ধন তথাপি ঘাড় নাড়ে।

"বাস্! স্পষ্ট ভেউ ভেউ করে' কাঁদছে! কাঁদছে আর বলছে, মেরনা, আমায় প্রাণে মেরনা, বাড়ীতে আমার বাবা আছে, মা আছে, পিসে আছে, পিসি আছে, আমার মা কাঁদবে,

মামা কাঁদবে, মাসী কাঁদবে, মেণি কাঁদবে—এই সব স্পষ্ট লিখে দিয়েছে! একেবারে স্পষ্টাক্ষরে।"

"মেণি? মেণি কে?" গোবর্দ্ধনের কৌতূহল।

"মেণি—মেণি বেড়াল—আবার কে?" হর্ষবর্দ্ধন গোবর গণেশ গোবরার অজ্ঞতা দেখে হতাশ হন্ঃ "প্রত্যেক বাড়ীতেই ওরা থাকে। মেণিরা।" তিনি বিরক্তি চাপতে পারে না।

"মেণি কাঁদবে কেন?" গোবর্দ্ধন আরো বেশী অবাক্ হয়।

"এত কান্না কান্নাকাটিতে সে কখনো চুপ করে' থাকতে পারে? সেতো কাঁদবেই।" হর্ষবর্দ্ধন বিজ্ঞের মত বলেনঃ "আর সব্বাই তখন কাঁদছে,—তার ম্যাও ধরে কে?"

"কিন্তু জাপানী কম্যাণ্ডার কখনো প্রাণের ভয়ে কাঁদবে না। মেণি কাঁদলেও না।"

গোবর্দ্ধন তার আগের গোঁ-য়ে ফিরে আসে। "কতো প্রাণ তুচ্ছ করে'—কতো বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তবে তারা কম্যাণ্ডার হয়। কম্যাণ্ডার কখনো প্রাণের ভয়ে কাঁদে?"

দুঃখ-কাতর ক্রন্দন-নিপুণ কম্যাণ্ডারের অস্তিত্বে গোবর্দ্ধনের ঘোরতর অবিশ্বাস। নাস্তিক্যবাদী গোবর্দ্ধন!

"তাইতো—তাইতো—" হর্ষবর্দ্ধন আম্‌তা আম্‌তা করেনঃ "চারধারে কত বোমা ফেটেছে, আমিই যখন কাঁদি নি, আমারই যখন যুদ্ধে গিয়ে কান্না পায় নি, তখন একজন—একজন কম্যাণ্ডার—" এবার হর্ষবর্দ্ধনের অন্তরেও সন্দেহ সঞ্চারিত হয়।

"একজন কম্যাণ্ডারতো নেহাৎ কম নয়।" গোবর্দ্ধন জোর দ্যায়।

"বাস্তবিক, যা বলেছিস্! এই সব যুদ্ধের গল্পের কোনো মাথা মুণ্ডু নেই।" বলে' ত্থান্ হর্ষবর্দ্ধন।

"যারা লেখে তাদেরও নেই দাদা!" গোবরা জানায়। "ভেবে ত্থাখো।"

"তাদের? তাদের আবার মাথা? মাথা থাকলে মানুষ কখনো যুদ্ধের গল্প লেখে? তাদের খালি ধড়। যতই ধুরন্ধর হোক্—খালি ধড়! যা বলেছিস্!"

"যুদ্ধের গল্প লিখতে আবার মাথা লাগে নাকি দাদা? গল্পের পেটে বোমা মারো, অম্‌নি একটা যুদ্ধের গল্প হয়ে গেল। এধারে ওধারে গোটা কতক বাবুম্ বুবুম্ ছেড়ে দাও—ব্যস্! গল্পও মারা পড়ল, পাঠকরাও আধমড়া! সবাই খাবি খাচ্ছে। আর দেখতে শুনতে হবে না!"

"তুই ঠিক বলেছিস্! খালি ধড়! যুদ্ধের গল্প যারা লেখে তাদের মাথা নেই সত্যিই!—" হর্ষবর্দ্ধন যেন বিস্মৃতির জঞ্জাল ঘেঁটে হারানো রতন খুঁজে পান্ হঠাৎ: "ধড়ই বটে! ধড়ই তো! আমার মনে পড়ছে এখন!"

"কারু কারু আবার ধড়ের ওপরে লাল থাকে। তুমি দেখে নিয়ো।"

"থাকবেই তো! লাল না থেকে পারে না। মাথাটা সেখান থেকেই কাটা গেছে কিনা! তাই রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। সেই কারণেই লালায়িত ধড়, তা আর বুঝছিস্ নে?"

"এক একটি আস্ত কবন্ধ লাল ধড়! একেবারে তৈরী!

খোসা ছাড়াও আর শিক্‌কাবাব্ বানাও! আর টপাটপ্ মুখে পোরো!" কল্পনা করতেই গোবরা লালায়িত হয়ে পড়ে।

"ছিঃ, গোবরা, শিক্‌কাবাবে ঘেন্না ধরিয়ে দিস্‌নে—" হর্ষবর্দ্ধন ভাইয়ের আদিখ্যেতায় ভারী ব্যাজার হন্‌ঃ "অমন কর্‌লে আর কোনদিন আমি শিক্‌কাবাব্ মুখে তুলতে পারব না! ওকথা বল্লে, ওরকম তুলনা দিলে, অমন ভালো জিনিসেও আমার অরুচি ধরে যাবে কিন্তু!"

হর্ষবর্দ্ধন মুখ গোমড়া করে' থাকেন।

"বাঃ, আমি খারাপটা কি বলেছি? আমি তো আর অখাদ্য বলিনি।" গোবর্দ্ধন, গল্পলেখক ওরফে শিক্‌কাবাব্, উভয়ের তরফে ওকালতি চালাবার চেষ্টা করেঃ "একেবারে অখাদ্য বলিনি তো!"

"কিন্তু যাই বল্, বেড়ে লিখেছিল কিন্তু! আমায় মেরনা, পরাণে মেরনা,—আহা! মাথা না থাক্, মাথা-ব্যথা খুব ছিল! কম্যাণ্ডারটার ছিঁচকাঁদুনেপনায় এখনো আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। ভাবতেই শিউরে উঠছি! বাবা!"

"আর সেই মেয়েটার তিড়িং বিড়িং?" গোবর্দ্ধনও কল্পনা-নেত্র উন্মীলিত করে' তাকাতে চায়।

"আহা! সে তো আরো খাসা! আমি হলে কিন্তু ওর চেয়ে, সেই জাপানী হতভাগাটার চেয়ে, আরো ঢের ভালো অ্যাক্‌টো করতে পারতুম! আমি হলে বলতুম, আমার এই গোঁফ চুমরেই বলতুম, আমায় মেরনা···এখনই মেরনা···এখনও আমার রূপ আছে...যৌবন আছে—"

জাপানী কম্যাণ্ডারের সাম্‌নে চীনের মেয়ের তিড়িং বিড়িং !

(পৃষ্ঠা—৮)

"ছিঃ, দাদা, টুক্লিফাই কোরোনা!" গোবর্দ্ধন বাধা ছায়।

"টুক্লিফাই? তার মানে?"

"তুমি গোবিন্দলাল কপ্‌চাচ্ছনা?"

"গোবিন্দলাল কপ্‌চাচ্ছি? তার মানে?"

"তুমি গোবিন্দলালের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের উইল বইটা থেকে আউড়ে যাচ্ছ নাকি? সেই যেখানে কৃষ্ণকান্ত পিস্তল হাতে নিয়ে সূর্য্যমুখী না কার কাছে ওই বক্তৃতা দিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ডুড়ুম্!—" বল্‌তে বল্‌তে গোবর্দ্ধনের চুল খাড়া হয়ে ওঠেঃ "গুড়ুম্ করে' পিস্তলের আওয়াজ ছেড়ে দিয়েছে—হ্যাঁ, সেটাও একটা যুদ্ধের গল্প বটে! তাতেও খুব ডুড়ুম্ দাড়াম্ ছিল! তবে বেশ ভালো যুদ্ধের গল্প।"

"ভালো যুদ্ধের গল্প? তাই বইকি?" হর্ষবর্দ্ধনের দাঁত কিড়মিড় কর্‌তে থাকেঃ "আমার সঙ্গে চালাকি? আমার কাছে বিদ্যে ফলানো? আমি বুঝি আর জানিনে? গোবিন্দলালের লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের উইল? তাই বুঝি বইটা? তাই বুঝি?"

"তবে কি—কৃষ্ণকান্তর লেখা গোবিন্দলালের উইল? না কি বিষবৃক্ষের লেখা—রাজসিংহের মঠ? উঁহু, মঠও নয়—রাজসিংহ নয়—মেঘনাদবধও না—উইল তার মধ্যে রয়েছে, আমার বেশ মনে পড়ছে।"

"আমি আর কক্ষনো যুদ্ধে যাচ্ছিনে! কক্ষনো না!" হর্ষবর্দ্ধন নিজেই বোমার মতো ফাটেনঃ "তুই বেঁচে থাকতে নয়! তোর সঙ্গে আবার আমি যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবো?

তুই তাই ভেবেচিস্! যুদ্ধক্ষেত্রে তোর মুখ আর আমি দেখচিনে! চীনের মেয়ে কেন, আস্ত একটা কোচিনের মেয়ে এসেও যদি নাচ লাগায় তাহলেও না!"

কিন্তু তিনি—তিনিও ভাবতে পারেন নি যে, এহেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পর, সেই তিনি—তিনিই আবার যুদ্ধের দিকে পা বাড়াবেন! এবং গোবর্দ্ধনকে সঙ্গে নিয়েই আবার তাঁকে দ্বিতীয়বার যুদ্ধযাত্রা করতে হবে!

তবু সেই দুর্ঘটনাই ঘটে গেল একদিন।

একটা সৈন্য-সংগ্রহের সভায় গিয়ে, কেবল মজা দেখতে গিয়েই, কি করে' কক্ষচ্যুত হয়ে, তিনি একেবারে ওয়াজিরিস্থানের সীমান্তে গিয়ে উপনীত হলেন, মিলিটারী সাজ-পোষাকে কেতাদুরস্ত হয়েই হাজির হলেন গিয়ে, তার বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কেবল হাজির হওয়াই না, হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কি কেরামতি দেখিয়ে কে জানে, সামান্য যুদ্ধজীবীর পদে পদে বিপদ্ থেকে অসামান্য কম্যাণ্ডারের অভ্রভেদী পদে তিনি সমুত্থিত হয়ে গেছেন!

কি করে' হলেন তা কী করে' বলব! যুদ্ধক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এসব ঘটে থাকে, নিশ্চয়ই ঘটে, আক্‌চারই ঘটছে; তা নইলে যুদ্ধের গল্পে কি এ সব মিথ্যে লেখে নাকি? এই বেড়াল বনে গেলেই বনবেড়াল হয়, তাই নগণ্য হর্ষবর্দ্ধন, ওয়াজিরিস্থানে মজুৎ হওয়া মাত্রই, জিরোতে না জিরোতেই যে

এক নম্বরের হীরোতে পরিণত হবেন সে আর বিচিত্র কি? না হলেই বরং বিস্ময়কর হোতো !

যুদ্ধক্ষেত্রে তো গেছেন, সশরীরে এবং সগোব্‌রাই গিয়ে পড়েছেন ! তাঁর ভাই গোবর্দ্ধন তাঁর লেফ্‌টেন্যান্ট, তাঁর বাঁদিকেই রয়েছে। রামের লক্ষ্মণ যেমন ছিল ! তাঁরা দু'জনে সীমান্তের একটা ঘাঁটি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছেন, এমন সময়ে—

এমন সময়ে আর কি ! একটু আগেই, এই গল্পের গোড়াতেই যা পড়েছ। যুদ্ধক্ষেত্রের যা রেওয়াজ, তোমাদের তো আর অজানা নেই, চারধার থেকেই ভারী জোর সোর-গোল পড়ে গেল : "বাবুম্ বুবুম্ বুম্ !···বুম্ বুম্···ব্যবম্ ব্যবম্—ব্যোম্।—"

আবার কি ? বোমারু বিমানদের হৈ-চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

গোবর্দ্ধনের ভারী খারাপ লাগছিল, পরিস্থিতি এবং দাদা—দু'জনকেই লক্ষ্য করে' না বলে' সে পারল না : "যুদ্ধের গল্প পড়ছিলে, পড়ছিলে—বেশ ছিলে, এখানে মর্‌তে এলে কেন? এখন ঠ্যালা বোঝো !"

"দেশের জন্য প্রাণ দেব, তাই দিতেই এসেছি। ঠ্যালা বোঝাবুঝি আবার কি ?" হর্ষবর্দ্ধন খাপ্পা হয়ে গেছেন।

"দেশের জন্যেই দাও আর বিদেশের জন্যেই দাও, প্রাণ তোমায় দিতেই হবে।" গোবর্দ্ধন ভালো করে' দাদাকে সমঝিয়ে দেয় : "না দিয়ে পরিত্রাণ নেই। দেখ্‌ছ তো কি রকম বাবুম্ বুবুম্ ! চারধারেই কি রকম ! বাব্‌বাঃ ! ঠিক যে রকম তোমার সেই সব বইয়ে-টইয়ে পড়া গেছ্‌ল !"

দেখতে দেখতে পাঁই পাঁই করে' আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল। সব ধারে কেবল এরোপ্লেন আর এরোপ্লেন। বোমারু বিমান যতো না ! আর তাদের ভেতর থেকে ছিট্‌কে-ছট্‌কে, ওল্‌টাতে-পাল্‌টাতে, ডিগবাজি খেতে খেতে, হর্‌দম্‌ আর ভর্‌দম্‌, কেবলি বেরিয়ে আসছে, আর কিছু না, বুবুম্‌ বুবুম্‌ বুম্‌! বুমুম্‌ বুম্‌! একটানা বুমৎকার ! 'ওয়ার্‌ বুম্‌' যাকে বলে !

.. হর্ষবর্দ্ধন ঘাড় কাৎ করে' একবার ছ্যাখেন : "আমার যেন কেমন কেমন লাগছে রে ! এগুলো—এগুলো শত্রুপক্ষের বিমান বটে তো ? না, আমাদের দলেরই—ভুল করে' আমাদের ওপরেই গুল্‌ ঝাড়ছে !"

"আমাদের দলের হলে' কখনো এত বোমার ছড়াছড়ি করে ? অন্ততঃ আমাদের দিকে ছড়ায় কখনো ? তারা তো অন্য চালও দিতে পার্‌ত। পার্‌ত নাকি ?"

"তা বটে ! কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি, আসল রণক্ষেত্র তো এখান থেকে অনেক—অঢেল দূরে ! এতো সবে মাত্র ওয়াজিরিস্থান—আমাদের নিজেদের নর্থ-ওয়েষ্টার্ন্‌ ফ্রন্‌টিয়ার্‌—এ তো আর সেই আসল ওয়েষ্টার্ন্‌ ফ্রন্ট্‌ নয় ভায়া !"

"নাই বা হোলো ! আর হ'লেই বা কি হয় ? যুদ্ধ কি তোমার জিওগ্রাফি মানে ? বলে, ইতিহাসকেই তোমার পালটে দিচ্ছে ! যুদ্ধের সবই উল্‌টো রকম !" গোবর্দ্ধন জানায়।

যাক্‌, খানিকক্ষণ পাখা ঝটাপটি করে', যেমন ওদের দস্তুর, একটু মজা করে' বুমাবুম্‌ বাধিয়ে, বোমারুরা তো কেটে পড়ল।

হর্ষবৰ্দ্ধনও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোবর্দ্ধন কপালের ঘাম মুছে ফেল্‌ল। মুছবার সুযোগ পেল।

হর্ষবর্দ্ধন তখন হাঁটু গেড়ে বসে' ফিল্‌ড্ গ্ল্যাস চোখে লাগিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের তদারকে লাগলেন।

এই অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা বড় সুবিধের নয়। যেমন দুর্দ্ধর্ষ, তেম্‌নি দূর-দর্শী। পুরু লতাগুল্মের আড়ালে দিব্যি ওরা লুকিয়ে থাকে, আর এ-ধারে উপত্যকার ধারে-কাছে এ-পক্ষের লোকজন দেখতে পেলেই, আর কথা নেই, সুদূর থেকেই লক্ষ্যভেদ ক'রে' বসে' আছে। ফাঁক পেলেই তাক্ করবে, আর তাক্ পেলেই ফাঁক করে' ছেড়ে দেবে। এ-বিষয়ে ওরা একেবারে অব্যর্থ!

এদের নিয়ে হর্ষবর্দ্ধন বেশ একটু মুস্কিলেই পড়েছিলেন।

কোথায় যে ওরা ঘুপ্‌টি মেরে চুপটি করে' রয়েছে বোঝবার যো নেই, অথচ, মাঝখান থেকে, দিব্যি দু'চার জন ক'রে মাঝে মাঝে ওঁদের বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর সৈন্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতাহাতি লড়াই করতে প্রস্তুত, সম্মুখ যুদ্ধে মজবুৎ ওরা, কিন্তু লড়বে কাদের সঙ্গে? সাম্‌নে কাউকে পেলে তো! কোত্থেকে যে গুলি আসে আর কোন্‌খান দিয়ে কার যে মাথার খুলি ছিট্‌কে নিয়ে বেরিয়ে যায়, সেই এক সমস্যা!

তাই হর্ষবর্দ্ধন, গোবর্দ্ধনকে ল্যাজে বেঁধে, হন্তদন্ত হয়ে, নিজেই আজ তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

বুম্‌বাম্-ওয়ালাদের উপদ্রব উপে যাবার পর মাটির ওপর

নীল্ ডাউন্ হয়ে, ফিল্ড-গ্লাস্‌টি তিনি চোখে লাগিয়েছেন। হঠাৎ কোত্থেকে আবার এক ঝট্‌কা ছর্‌রা এসে হাজির। গুলির ছর্‌রা—দেখতে না দেখতেই !

গোবর্দ্ধন পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তৎক্ষণাৎ চিৎপাত হয়ে' পড়েছে ঃ "দাদা, দাদা ! শুয়ে পড়ো, গুলি দাগ্‌ছে—গুলি !"

হর্ষবর্দ্ধন কথাটা কানেই তোলেন না।

আবার আর এক চোট গুলিবর্ষণ হয়। বল্‌তে না বল্‌তেই হয়ে' যায়।

"বল্‌ছি কি, শুনছ না ? আফ্‌রিদিরা বন্দুক হাঁক্‌ড়াচ্ছে ! হাঁ করে' দেখছ কি ?" গোবর্দ্ধন তর্জ্জন করে।

হর্ষবর্দ্ধন তথাপি নড়েন না। যেমন করছিলেন তেম্‌নি একদৃষ্টে পর্য্যবেক্ষণ করে' চলেন।

সাঁই ! সাঁই !! ওঁদের চার ধারেই বুলেট্‌রা শন্ শন্ করে' এসে শীষ দিতে দিতে চলে যায়। দম্‌দম্ বুলেট্ যত ! হর্ষবর্দ্ধন কিন্তু গ্রাহ্যই করেন না।

"ডোবালে দেখছি !" গোবর্দ্ধন শুয়ে শুয়ে প্যাচাল্ পাড়ে।

হর্ষবর্দ্ধন, একবার মাত্র চোখ তুলে, গোবর্দ্ধনের দিকে চকিত এক কটাক্ষে বিরক্তিব্যঞ্জক একখানা দৃষ্টিবাণ হেনে, আবার নিজের কাজে মন দিয়েছেন।

এবারে ঝমাঝম্ করে' গুলিরা আসতে থাকে। শ্রাবণের ধারা-বর্ষণের মতো এসে হানা দ্যায়।

"গেছিরে বাবা !" গোল্লায় গেছি ! গোবর্দ্ধন বলে ঃ "আমি

না গেলেও তুমি তো গিয়েছ! কয়েক ইঞ্চির জন্যে কেবল ওদের ফস্‌কে যাচ্ছে! তোমার খুলিটা লোকেট্ করতেই যা দেরি হচ্ছে একটু।"

হর্ষবর্দ্ধন তথাপি নট্-নড়ন্-চড়ন! তবুও কোনো হুঁস্‌নেই ওঁর।

"ধ্যুত্তোর্!" গোবর্দ্ধনের মেজাজ চড়ে যায়ঃ "কী ওই সব জাঁদ্‌রেল্‌পণা হচ্ছে? আরেকটু হলেই সাবাড় হয়ে যাবে যে! দেখতে পাচ্ছ না, ওরা প্রায়-তোমাকে বাগিয়ে এনেছে। গ্যালে বলে'!"

"তবে তাই হোক্!" হর্ষবর্দ্ধন ফেরেন এবারঃ "তুই যা বল্‌ছিস্ তাই করি।"

বল্‌তে না বল্‌তে, কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে খসেছে কি খসে নি, বুলেটের ধাক্কায় তাঁর মাথার টুপি উড়ে যায়। এবং এর পর গোবর্দ্ধনকে আর কিছুই বল্‌তে হয় না, আর কোনো সদুপদেশের প্রয়োজন হয় না; কারো কথার তোয়াক্কা না রেখে তড়াক্ করে' হর্ষবর্দ্ধন তৎক্ষণাৎ কাৎ হয়ে গেছেন।

"এতক্ষণ কি বল্‌ছিলাম তবে?" গোবর্দ্ধন বাহাদুরি নেয়ঃ "বল্‌ছিলাম না যে আর একটা গুলির ওয়াস্তা কেবল?"

হর্ষবর্দ্ধন বোকার মত একটু হাসেনঃ "ভ্রাতঃ, ভ্রাতঃ গোবর্দ্ধন! সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস্! আমার জন্যে প্রাণ দেওয়া তোর পক্ষে কিছু না, আমি জানি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তোর নিজের জন্যেই আমার প্রাণটা তুই বজায় রাখতে চাস্।"

"চাই না ছাই!" গোবর্দ্ধন গজ্ গজ্ করেঃ "কেন, তুমি

"তাহলে তাই হোক—চিরদিনের জন্যেই কার্ব্বলিক অ্যাসিড্!"

(পৃষ্ঠা—১৩)

মলে' কি আমি অনাথ হয়ে যাবো, তুমি ভাবো? আমার তিন কুলে কেউ আর থাক্‌বে না?" গোবর্দ্ধন গজ্‌রায়।

"না না, তা কেন? তা কি আমি বলেছি?" হর্ষবর্দ্ধন বলেন: "তবু যে তুই আমার ভালো-মন্দ দেখ্‌ছিস্, এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসেও এটা ভুলে যাস্ নি, সেটা কি বড় কম কথা? তোর পক্ষে কি কম প্রশংসনীয়?"

"ভালো-মন্দ না কচু! স্থানে-অস্থানে একটা গুলি এসে লাগলে কী হোতো তা খেয়াল আছে?"

"বড় জোর মারা যেতাম, এই তো? তা ওরকম গুলি লাগেই, যুদ্ধ কর্‌তে গেলে লেগেই যায়, না লেগেই পারে না। তার জন্যে ভাবি না, কিন্তু তুই যে এতখানি আমার জন্যে ভেবেছিস্, এতেই আমি মর্ম্মান্তিক বাধিত হয়ে গেছি! আমার জন্যে তোর এতো দরদ! যাতে আমি মারা না যাই তাই ভেবেই তুই এতটা কাহিল হচ্ছিলি—"

"মারা গেলে তো বাঁচ্‌তুম!" গোবর্দ্ধন বাধা দিয়ে বলে: "সেই কথাই আমি ভাবছিলুম কিনা! কিন্তু খুন্ না হয়ে যদি জখম্ হতে, তাই যদি হতে দৈবাৎ, তা হলেই হয়েছিল আর কি! গিয়েছিলাম আমি! আমিই তো গিয়েছিলাম! তাহলে তো তোমার ওই পাক্কা তিন মণ কাঁধে করে' সেই সাত মাইল্ দূরের হাসপাতালে আমাকেই বয়ে নিয়ে যেতে হোতো। বাবা গো! আমাকে আর দেখ্‌তে হোতো না! আমার হয়েছিল তাহলে, সুখ আর ধর্‌ত না আমার!"

হর্ষবর্দ্ধন একটু চুপ্ করে' থাকেন। গোব্‌রার বক্তব্যটা বিশদ ভাবে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তেই তাঁর সময় লাগে। নিজের দিকে দৃক্‌পাৎ করে', অবশেষে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলেন : "ওরকম বইতেই হয়। যুদ্ধ তবে বলেছে কেন ? ভারী ভারী যুদ্ধের বোঝা কি কম ?"

তাঁর মুখ থেকে কেবল এই ক'টি কথা বার হয়, আর্ত্তনাদের সুরেই বেরিয়ে আসে।

"যুদ্ধ তো ভারী !" গোবর্দ্ধন জবাব ছায় : "তুমি নিজে কেমন ভারী সেটা তো দেখ্‌ছ না ! যা একখানা লাশ বানিয়ে তুলেছ নিজেকে ! ওই চেহারার ওপরও, আরো চার বেলা রুটি-মাংস গিলে গিলে যা তুমি হতে চলেছ দিন্‌কে দিন ! এই যুদ্ধ বেশীদিন চল্‌লে, তোমাকে আর এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ ! তুমি নিজেই চল্‌তে পারবে না ! বল্‌তে কি, তুমিই যুদ্ধটাকে আরো ভারী করে' তুলেছ, দাদা !" গোবর্দ্ধনও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছায়।

"তা হলে—তুই যখন হাল্‌কা থাক্‌তেই চাস্—আমার বোঝা বইতে যখন তুই এতটাই নারাজ—তা হলে—তা হলে—" হর্ষবর্দ্ধন একটু থামেন।

অন্তিম স্বরে চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা দিতেই তিনি থামেন ; করুণ কণ্ঠে তাঁর শেষ বিদায়-বাণী উচ্চারিত হয় : "বেশ তাই হোক্ ! তাহলে কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্—চিরদিনের জন্যেই কার্ব্বলিক্ অ্যাসিড্ !"

সবে মাত্র অমল বাড়ীর বাইরে পা বাড়িয়েছে এমন সময়ে—একটু আশ্চর্য্যই বই কি !

কনান্ ডয়েলের লেখা শার্লক্ হোম্সের গল্পগুলো, গত কদিনের (এবং রাতও বাদ যায়নি) প্রাণপণ চেষ্টায়, আজ সকালে এই মাত্র শেষ করে' বুবুর দিদিকে বইটা ফেরৎ দেবার—সদিচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই দুয়ের মধ্যে ঘুরপাক্ খেতে খেতে তাদের গলির বাঁক্‌টা পেরিয়েছে কেবল—

তখন কে জান্‌ত যে আজই, অবিলম্বেই, তাকে শার্লক্ হোম্সের মতই দুঃসাধ্য এবং দুর্ভেদ্য এক সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে ? এবং সেই বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দার মতই, সমস্ত জটিলতার অত্যন্ত সরল, সহজ আর অনিবার্য্য সমাধান কেবল তার মাথার ওপরেই নির্ভর করবে ?

একমাত্র তার মাথার ওপরেই—হ্যাঁ—শীতকালের সেই দুরন্ত আর উড়ন্ত মশাদের মত তার মাথার ওপরেই নির্ভর করে'

থাক্‌বে—সমস্যা এবং সমাধান দুইই—এ কথা কে আগে ভাব্‌তে পেরেছিল ?

গলির মোড়ে ডাক-বাক্‌সটার কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়ে গেল। বল্‌তে গেলে, ভদ্রলোকই সঙের মতো তার ঘাড়ে এসে পড়্‌লেন।

অশ্রুপ্লুত একজন ভদ্রলোক !

চোখের জলে দুচোখ তাঁর ঝাপ্‌সা—সুতরাং ভদ্রলোককে কোনো দোষ দেয়া যায় না। এবং অমলেরই বা কী অপরাধ ? আকস্মিক উল্কাপাত সেই বা কি করে' আট্‌কাতে পারে ?

অতি কষ্টে ভদ্রলোকের কবল থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে', নিজের মুখের অশ্রুজল মুছে ফেলে অমল বল্ল : "ধেৎ তেরি !"

না, অমল কাঁদেনি, ওপর-চড়াও সেই ভদ্রলোকের অশ্রুপাতই তার মুখে চোখে এসে লেগেছিল।

নাক মুছ্‌তে মুছ্‌তে অমল আবার বল্ল : "বিচ্ছিরি !" এবং ভালো করে' ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ল। "এ কি রকম ভদ্রতা ?"—প্রায় একথা সে বল্‌তে যাচ্ছিল আর কি, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র সে সাম্‌লে নিল। ভদ্রলোকের বেদনাকাতর মুখ, ড্যাব্‌ডেবে দুই চোখ এবং হাতে একখানা খামের চিঠি, বোধকরি ডাকবাক্সে ছাড়্‌তেই যাচ্ছিলেন —এবং চেহারার মধ্যে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তাঁর হৃষ্টপুষ্ট গোঁফ জোড়া—দীর্ঘনিশ্বাসের তোড়ে তারা ওঠা-নামা করছিল।

অমলকে দেখে, এবং খুব সম্ভব, ধাক্কাটা খেয়ে, ভদ্রলোকও নিজেকে অনেকটা সম্বরণ করে' এনেছিলেন। করুণ কণ্ঠে তিনি বল্লেন: "আমার পকেট বইটা আমি পাচ্ছিনে।"

"তার আমি কি করব?" চটে মটে বল্ল অমল, "আমি কি নিয়েছি? যে আমাকে এসে গুঁতোচ্ছেন?"

ভদ্রলোকের হাহুতাশ কিন্তু বেড়েই চল্ল ক্রমশঃ—"আমার পকেট বই! তাতে আমার পাঁচ পাঁচখানা নোট ছিল, দশ টাকার পাঁচ খানা—পঞ্চাশ টাকা—যাক্‌গে, তাতে আমার দুঃখু নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটা জিনিস আমার গেছে, পাঁচ হাজার টাকা দিলেও যা কোনোদিন আমি ফিরে পাব না—"

ভদ্রলোক হায় হায় করতে লাগ্‌লেন।

অমল জিগ্যেস্ কর্‌ল: "গেল কোন্‌খানে?" কৌতূহল তার বিরক্তিকে দমন করে' ওঠে।

"তা কি করে' জান্‌ব? হারালো, কি খোয়া গেল, কিম্বা, পকেট থেকে কেউ তুলে নিল কিনা তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমি ডাক বাক্সে একখানা চিঠি ছাড়্‌তে এসেছিলাম—" ভদ্রলোকের হাতের খামখানা দেখে অমলের সেটা অনুমান করা খুব কঠিন হয় না—"আর এর মধ্যেই ওটা উধাও হয়েছে!"

অমলের অন্তর্গত শার্লক্ হোম্‌স্ এবার গজ্ গজ্ কর্‌তে থাকে, সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে: "তা গ্যাছে ভালোই হয়েছে, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? না হারালে কি কোনো জিনিস পাওয়া যায়? আগে খোয়া যাক্ তারপর তো! খোয়া গেলে

"আমার পকেট্‌বইটা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে!"
ভদ্রলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন।

(পৃষ্ঠা—২৬

তখন ফিরে পেতে কতক্ষণ? আপনি বলুন্ তো, ঠিক কোন্খানে ওটা উপে গেল, দেখি কোনো ক্লু পাই কিনা!"

ভদ্রলোক হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়েন: "আমাকে কি আর জানিয়ে গেছে বাপুহে! আমি কি করে' জান্ব?" এবং পরমুহূর্ত্তেই তিনি হাঁউ মাঁউ করে' ওঠেন—

"আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। ও হো হো! আমার পকেট বুক—আমি চিরদিন ওকে বুকে ধরে' বুক পকেটে করে' রেখেছিলাম যে!—আমাকে না বলে' কয়ে' কার পকেটে চলে গেল গো!—ও হো হো হো হো—!"

ভদ্রলোকের তোবড়ানো গাল বেয়ে অশ্রুপ্রপাত গড়িয়ে পড়ে।

অমল ভেবে দেখল, সমস্যা সামান্য নয়—পকেট বই এক নম্বর, এবং স্বয়ং ভদ্রলোক হচ্ছেন নম্বর দুই। কিন্তু সেই বা কি করবে? একেবারে কোনো ক্লু না পেলে, এবং সে বিষয়ে ভদ্রলোকের কোনো সাহায্য না পেলে কি করে' সেই নষ্ট রত্ন সে পুনরুদ্ধার করবে? আসল শার্লক্ হোম্স্ই বা এরকম বিদ্ঘুটে অবস্থায় কি করতে পারতেন?

"হ্যাঁ, সেই মূল্যবান্—না অমূল্য—কী আরেকটা জিনিস ছিল না আপনার পকেট বইয়ে—যার কথা আপনি বল্ছিলেন একটু আগে?"

"লাখ টাকা দিয়েও ফিরে পাবার নয়। আমার মেয়ের ফটো—আমার একমাত্র মেয়ে—এখন আর সে বেঁচে নেই—

তাকে হারিয়েছি, এখন তার ফটোও হারালুম—আর কী থাক্‌ল তবে আমার ?”

অমল সান্ত্বনা ছায় : “আপনি ভাববেন না, আমি ফিরিয়ে এনে দেব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন্ !—”

ড্যাব্‌ডেবে চোখকে আরো ড্যাব্‌ডেবে করে’ ভদ্রলোক চেয়ে রইলেন : “তুমি ফিরিয়ে এনে দেবে ! কে তুমি ?”

অমল লজ্জিত হয়ে বল্ল : “তা আমি পার্‌ব। আমাকে দেখে আপনি কিছু টের পাবেন না আমার। আপনি শার্লক্ হোম্‌সের নাম শুনেছেন ? বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক্ হোম্‌স্ ? তাঁর কাছেই আমার গোয়েন্দাগিরি শেখা—যদিও অনেকটা একলব্যের মতই শেখা—তবু আপনি কিচ্ছু ভাব্‌বেন না। কেবল এক আধটা ক্লু পেলেই আমার হয়ে যায়, একটা কোনো ক্লু দিতে পারেন আমাকে ? আধখানা হলেও চলে।”

“তুমি ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে ?” ভদ্রলোকের বিস্ময় তাঁর এতক্ষণের বিলাপকেও ছাপিয়ে ওঠে : “বলো কি হে তুমি ?”

“মেয়েটাকে হয়তো পারবনা, কিন্তু তার ফটোটাকে, পকেট বই সমেত, ফেরৎ আনতে পারব, এরকম আশা করি।”

“তা যদি পারো, তাহলে ওই পঞ্চাশ টাকা, ওর সমস্তই তোমার। তা দিয়ে তুমি—তুমি—” একটু আন্‌চান্ করে’, শার্লক্ হোম্‌সের চ্যালা চামুণ্ডাদের কাছে এরকম শিশু-সুলভ চাপল্য প্রকাশ করা সমীচীন হবে কি না, মনে মনে খানিক্ আন্দোলন করে’, অবশেষে বলে’ ফেল্লেন ভদ্রলোক : “তুমি

বায়স্কোপ দেখো, কিম্বা—কিম্বা—চকোলেট্ খেয়ো। অথবা—অথবা—লজেঞ্চুস্—যা তোমার খুসি।"

"আপনি কী যে বল্ছেন! শার্লক্ হোম্সের সাকৃরেদ্দের কি চকোলেট্ খেলে চলে?—" অমল নিজেকে ঈষৎ অপমানিত জ্ঞান করেঃ "কতো বড়ো বড়ো দায়িত্ব তাদের মাথায়। গুরুতর দায়িত্ব সব! লজেঞ্চুস চুষ্বার কি তাদের ফুরসৎ আছে?"

"কেন, চকোলেট্ এমন খারাপ কি? পেলে এক্ষুনি আমি খাই। এই দুঃখের মধ্যেই খেয়ে ফেলি। ওর মতো দুঃখ নিবারক আর কী আছে? একটা ফেল্করা ছেলেও চকোলেট্ পেলে ফেলের দুঃখ ভুলে খেয়ে ফ্যালে। চকোলেট্ পেলে পাশ কর্তেও চায় না! বারম্বার ফেল্ যাবার যতো দুঃখ আমি তো চকোলেট চেখেই লাঘব করেছি! আছে নাকি তোমার কাছে? চকোলেট্? দিতে পারো এক আধটা?"

অমল একটু ইতস্ততঃ করে, এদিক ওদিক তাকিয়ে, পকেট থেকে নেস্ল্সের একখানা অবশেষে বার করে ছ্যায়। ভদ্রলোক সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নেন্। তারপরে অত্যন্ত সযত্নে, সন্তর্পণে, ওর চক্চকে কাগজের মোড়ক খুলে, সেই খোলাটি—মানে সেই মোড়কখানাই—মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে—চকোলেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে ছ্যান্।

অমল অবাক্ হয়ে ছ্যাখে।

এবং শার্লক্ হোম্স্ তার পেটের মধ্যে গজর্ গজর্ করে।

"আপনার বাড়ী কদ্দূর? কোথ্‌থেকে আপনি এই লেটার্‌ বক্‌সে চিঠি পোস্‌ট্‌ করতে এসেছেন?" অবশেষে জিগ্যেস্‌ করে সে।

অনতিদূরবর্ত্তী একটা লাল রঙের বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে উনি জানান্‌—"ওরই একটা ফ্ল্যাটে দিনকয়েক হোলো এ-পাড়ায় এসে আমি উঠেছি। কিন্তু তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয়। এই পথের মধ্যে কোথ্‌থাও ওটা পড়েনি—প্রায় বার দশেক এইটুকু রাস্তা এতক্ষণ ধরে' আমি তন্ন তন্ন করে' খুঁজ্‌লাম, তাহলে আমার চোখে পড়্‌ত!—"

"তা বটে! কিন্তু সেকথা আমি বলছিনে! আপনার পকেট বই আমি পেয়ে গেছি বলতে গেলে। এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে—" অমল বল্ল: "আপনার চকোলেট চাখ্‌বার মধ্যেই আমার ক্লু মিলেছে। আপনার পকেট বই যে কোথায় রয়েছে তা আমি জানি। তবু—আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস্‌ করি আপনাকে—আপনি যে-চিঠিখানা হাতে করে' ডাকে দিতে এনেছিলেন, সেটা ডাকবাক্সে ছেড়েচেন তো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়! চিঠি ছেড়েচি বই কি! ফেল্‌লাম সে তো অনেকক্ষণ!"

"তাহলে ঠিকই হয়েছে। ডাক বাক্স খোলার পিয়ন ঐ আস্‌ছে, একটু দাঁড়ান্‌!—"

কয়েক সেকেণ্ড পরে, পিয়ন ডাকবাক্স খুল্‌তেই, সেখান থেকে পকেট বই উদ্ধৃত করে' অমল ভদ্রলোকের হাতে দিল।

ভদ্রলোক তার থেকে মেয়ের ফটোটা বার করে' বার কয়েক দেখে নিয়ে নিজের বুক পকেটে রাখ্লেন। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"এসব দুর্ল্লভ জিনিস পকেট বইয়ে রাখা নিরাপদ নয়, কি বলো? নিজের কাছে রাখাই ঠিক। না, আর আমি একে কাছছাড়া কর্ছিনে, তাছাড়া তোমাকে ফের আমি পাচ্ছি কোথায়? তোমরা তো সর্ব্বত্র সুলভ নও! কি বলো?"

ভদ্রলোকের অপার্থিব উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজের বাহাদুরিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিল অমল, সকৃতজ্ঞ হয়ে সে বল্ল: "সে কথা ঠিক! শার্লক্ হোম্সের সাক্রেদ্রা তো সব জায়গায় চর্ছেনা সচরাচর।"

"কিন্তু যা বলেছি। এই পঞ্চাশ টাকা তোমার। এর একখানাও আমি নিচ্ছিনে—ফটো ফিরে পেয়েছি সেই আমার ঢের। সেজন্যে তোমাকে এবং তোমার গুরুদেবকে—কী নাম বল্লে? পাঁচকড়ি দে?—দুজনকেই আমার ধন্যবাদ। এই নোট্গুলো তুমি নাও, নিলে আমি খুসীই হব, আর ওই পিয়নটাকে কী দিই বলতো? এই পকেট বইখানাই বরং দিয়ে দি' ওকে—এর পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ও চিঠি লিখ্বে এখন। কবিতাও লিখ্তে পারে—যা ওর খুসি!—"

এই বলে', অদ্ভুত সেই ভদ্রলোক, পিয়নটাকে নোট পাঁচখানা আর পকেট বইটা অমলের হাতে গুঁজে দিয়ে তর্ তর্ করে' ফিরে চল্লেন।

ভদ্রলোক চকচকে মোড়কটা মুখে পুরে দিয়ে চকোলেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন

(পৃষ্ঠা—৩০)

অমল পেছন থেকে ডাক দিল—"ও মশাই! আপনার চিঠিখানা ডাকে দিতে ভুলে গেলেন যে ফের! যেমন হাতে করে' এনেছিলেন তেম্নি হাতে করেই—"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভদ্রলোক তখন আনন্দের আবেগে টগ্‌বগ্ করতে করতে করতে চলেছেন!
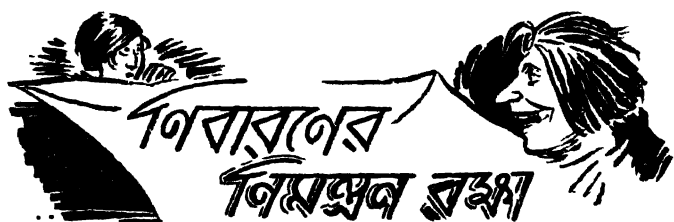
সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ হঠাৎ আমায় ফোন্ করল—আমার বন্ধু নিবারণ।

"ভাই শিব্রাম, যদি তুমি ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে একবার আসতে পারতে—একবার আসতে পারো—তাহলে—তাহলে এত বাধিত হই যে কী বলব! তোমার পোর্টেব্ল্ বাংলা টাইপ্-রাইটারটাও হাতে করে' নিয়ে এসো। হ্যাঁ—আর যদি ভালো রাইটিং প্যাড্ থাকে—আছেই নিশ্চয় তোমার! গল্প লেখার বদভ্যাস রয়েছে যখন!—সেটাও সঙ্গে আনতে ভুলো না। নিদেন পক্ষে ডজন দু'তিন চিঠির কাগজ হলেও চলবে, খুব ডিসেণ্ট হওয়া চাই কিন্তু।"

"ভাই নিবারণ—" বলে' সুরু করেছি, আর আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। টেলিফোনের কনেক্শন্ কেটে দিল মাঝখান থেকে। কিম্বা, নিবারণই নিজে, রিসিভার্ নামিয়ে রেখে আমাকে নিবারণ করল কিনা কে জানে! বলতে যাচ্ছিলাম যে, তক্ষুণিই বাড়ী ছেড়ে বেরুনো আমার পক্ষে

সম্ভব নয়, হাতে কাজ রয়েছে, গল্প লেখার কাজ না হলেও, গল্প করার অকাজ, অথবা এম্‌নি হয়তো কিছু একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ওজোর-আপত্তি নিবারণের কাছে নিষ্ফল। ও সবের কোনো জোর নেই ওর ওপরে। কোনদিনই সে-সবে সে কর্ণপাত করে না—টেলিফোনে আরও কম।

নিবারণ ছাড়াও যে আমাদের—মানে, ওর হতভাগ্য বন্ধুদের—আর কোনো প্রিয়জন কিম্বা প্রয়োজন থাকতে পারে, এটা ওর ধারণার বাইরে, চিরদিন ধরেই তাই দেখে আসছি। কাজেই কোন অজুহাতেই যখন পার নেই, নিস্তার নেই, তখন পোর্টেব্‌ল্‌টা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হোলো।

"সত্যি! ভারী লক্ষ্মী ছেলে তুমি!"—আমাকে দেখ্‌বামাত্রই নিবারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ্‌ল: "তোমার মত বন্ধু হয় না! আজকালকার জড়বাদী জগতে সবাই আত্মসর্ব্বস্ব। পাড়ার লোকেরা যখন আমার কাছে বন্ধুদের স্বার্থপরতার কথা পাড়ে, আমার চোখ সজল হয়ে আসে, আমি তাদের বলি, তোমরা আমাদের শিব্‌রাম্‌কে দ্যাখোনি, শিব্‌রাম্‌কে চেনোনা, তাহলে বলতে না একথা। বন্ধু বলতে কী বোঝায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—তার জাজ্বল্যমান্ উদাহরণ হচ্ছে ঐ শিব্‌রাম্! আমাদের মূর্ত্তিমান্ শিব্‌রাম্! যাক্, এখন চট্ করে' বসে পড়োতো! কয়েকটা চিঠি আমায় টাইপ্ করে' দাও, কেমন? বল্‌ব কি, কদিন থেকে আঙুলে এত ব্যথা যে কলম ধরতে পারছিনে!"

এই বলে' তার ব্যথিত আঙুলের সাহায্যেই কাগজ পাকিয়ে, ভাজ্জিনিয়া টোব্যাকো ভরে' সিগ্রেট্ বানিয়ে সে টানতে সুরু করে' দিল— !

"একটা সার্কুলার্ লেটারের মতো হবে—" নিবারণ বিবৃত করে: "বুঝলে কিনা! কিন্তু সবগুলোই আলাদা আলাদা টাইপ্ করা চাই। সার্কুলার চিঠি বলে' কাউকে জানতে দিতে চাইনে কিনা। তাছাড়া, 'প্রিয় মহাশয়' দিয়েও সুরু করা চলবে না—একটু ব্যক্তিগত, একটু ঘনিষ্ঠতাজ্ঞাপক করতে চাই চিঠিগুলোকে। যেমন ধরো, ভাই মেঘেন, কিম্বা, প্রিয় জগদিন্দ্র, এই ধরণের, বুঝলে কিনা!"

"খুব লম্বা চিঠি নাকি?" আশঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি।

"না, এমন আর বড়ো কী!" নিবারণ বলে: "এই আধ পাতাটাক্ কেবল!—

আমার গলা ঘড়ঘড় করে' ওঠে: "কতগুলো করতে হবে?"

"বেশি কষ্ট আমি দেব না তোমায়—", দয়ার্দ্র কণ্ঠ নিবারণের: "ডজন্ খানেক করে দাও আজ কেবল। তাহলেই হবে। তুমি তো জানো, বন্ধুদের ওপর আমি আনডিউ য়্যাড্ভ্যানটেজ্ নিতে একদম্ ভালোবাসিনে। আমার কাজ করে' কৃতার্থ হবার তোমার যতই উৎসাহ থাক্না কেন, তোমাকে বেশি খাটাবার আমার আগ্রহ নেই। তোমার মত বন্ধুত্বের একেবারে আদর্শস্থল না হতে পারি, অতখানি উজ্জ্বল রত্ন হয় তো নই, তবে আমি— আমিও—হ্যাঁ, আমিও তোমার চেয়ে নেহাৎ কম যাইনে!

অনুরোধ উপরোধ করে' একজন প্রাণের বন্ধুকে ঢেঁকি গেলাব সে পাত্র নই আমি।"

"হয়েছে, হয়েছে! আর বলতে হবে না—" আমি বাধা দিয়ে বলি: "নিজের প্রশংসা শুনতে আমার লজ্জা করে।"

"বেশ, আমি বলে' যাচ্ছি, তুমি আরম্ভ করো তাহলে। যদি প্রথম ডজন্খানেক পাঠিয়ে কোনো ফল না হয়, তখন আবার আর একদিন তোমায় ফোন্ করব। তখন এসো, কেমন?" ..

নিবারণ আর আমি একসঙ্গে আরম্ভ করি। নিবারণ যা কথায় বলে, আমি তা কাজে—আমার চিঠির কাগজে—পরিণত করতে সচেষ্ট হই:

"ভাই জগদিন্দ্র,

সেবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হোলো, সেই যখন তুমি কলকেতায় এসেছিলে, আমাকে তুমি গরমের ছুটিটা তোমাদের কালিম্পঙের বাড়ীতে কাটাতে বলেছিলে। সেজন্যে আমি চরিতার্থ। তোমার অনুরোধ রাখতে পারলে সত্যি আমি খুব খুসী হতাম, বলতে কি, এই গরম কালটা কালিম্পঙে কাটানোর মতো আরামের আর কিছুই হতে পারে না, অতীব আনন্দের সঙ্গেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম, কিন্তু ভাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের মেঘেন, আমাকে আগে থাকতেই, তাদের পুরীর বাসাতে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটাবার কথা বিশেষ করে' জানিয়ে রেখেছে, তার কাছে না গেলে সে ভারী দুঃখিত

"সত্যি, ভারী লক্ষ্মী ছেলে তুমি !"
নিবারণ সাদরে অভ্যর্থনা করে' বলে।

পৃষ্ঠ—৩৬

হবে, অতএব, তোমাদের ওখানে যেতে পারলুম না এজন্যে কিছু মনে কোরোনা ভাই।

ভালো কথা, ইতিপূর্ব্বে-প্রকাশিত আমার কবিতার বই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছ কিনা জানিনে। কবিতাগুলো তোমার কেমন লাগল, জানালে সুখী হবো।

ইতি—

তোমাদেরই—

শ্রীনিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

"তুমি কি বলতে চাও যে সত্যিই মেঘেন মিত্তির তোমাকে নেমন্তন্ন করে' রেখেছে? গরমের ছুটিটা তাদের ওখানে কাটাবার জন্যে?"

"তোমার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ নিহিত," নিবারণ ভারী গম্ভীর হয়ে যায়ঃ "কেন? আমাকে কি কেউ নেমন্তন্ন করে না? করতে পারে না? কেন, আমাকে নেমন্তন্ন করলে কি হয়? আমি কি নিমন্ত্রিত হবার অযোগ্য? না, আমাকে নিজেদের মধ্যে পেলে কারও খুসী হয়ে ওঠ্‌বার কথা নয়? না, যেখানে আমি যাই, যাদের সঙ্গে মিশি, তারা সবাই মিইয়ে যায়—দমে যায়—ভড়কে যায় আমাকে দেখলেই? অর্থাৎ আমি যেন কারো আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারিনে? কী তুমি বলতে চাও? শুনি? এরকম বক্রে ইঙ্গিত করার মানে?"

আমি কোনো জবাব দিতে পারিনে। কী এর জবাব দেব?

"তবে, হ্যাঁ, সত্যি কথা জানতে চাও যদি—" নিজে থেকেই বলে নিবারণ: "তাহলে বলতে পারি, একটাও নেমন্তন্ন আমি পাইনি এখনো। আদপেই না। এমন কি, মেঘেন-হতভাগাও না। যে রকম চালাক ছেলে—সে নেমন্তন্ন করবে? সেই কারণেই তো এই সার্কুলার চিঠি পাঠানো, যাতে একটা-না-একটা এসে জুটে যায়।"

"বুঝতে পারছিনে।" আমি বলি: "এ ভাবে যে কি করে' তুমি নেমন্তন্ন বাগাবে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে।"

"এই ধরণে হবে, বুঝলে কিনা—" নিবারণ বিশদ করতে চেষ্টা করে:

"জগদিন্দ্রের কথাই ধরো। বড়দিনের বন্ধে ও যখন কলকেতায় এসেছিল তখন বহুবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কতো জায়গাতেই না। এবং কত কথাই না হয়েছে আমাদের মধ্যে। কত কী বিষয়েই না আমরা আলোচনা করেছি। সেই সব কথাবার্ত্তার ফাঁকে-ফোকরে, সে যে ঘুণাক্ষরেও কখনো, গ্রীষ্মের ছুটিটা তাদের কালিমপঙে কাটাবার আভাস আমাকে দ্যায়নি, একথা সে ধারণা করেই উঠতে পারবে না। তার বিশ্বাস হবে যে সত্যিই সে আমাকে নেমন্তন্ন করে' ফেলেছিল, হয়ত কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে, অসহায় অবস্থায় করে' বসেছিল। এমনও হতে পারে যে, যখন আমি তার প্রবন্ধগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলাম—তার সেই অখাদ্য

লেখা গুলোর—সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই হয়ত সে এই দুর্ঘটনা করে' ফেলেছে !—"

"জগদিন্দ্রের প্রবন্ধের—?" আমার দম আট্‌কে আসে : "য়্যাঁ? কি করে' প্রশংসা করলে? ধৈর্য্য ধরে' পড়তে পেরেছিলে তুমি ?"

"পড়বার দরকার হয় না। না পড়েই প্রশংসা করা যায়। আরো ভালো করেই করা যায় বরং ! তোমার গল্পই কি আমি পড়ি? কিন্তু না পড়েই বলে দিতে পারি, তোমার গল্পও কিছু কম উপাদেয় নয়। অন্ততঃ তার প্রবন্ধের চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নয়।"

নিজের নিন্দাতেও আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি—নিন্দা, প্রশংসা আমার কাছে একাকার। অন্ততঃ নিবারণের নিন্দা-প্রশংসা। প্রসঙ্গটা আমি পাল্‌টাতে চাই : "নাহয়, জগদিন্দ্রের ধারণা হোলো যে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে কিন্তু তাতেই বা কি, তুমি তো আর তার কাছে যাচ্ছনা। অর্থাৎ যেতে পারছনা—মেঘেনের কাছেই তোমাকে যেতে হচ্ছে, তুমি জানিয়ে দিয়েছ।"

"আহা, এর একটা জবাব আসবে তো? তাতে জগদিন্দ্র আমাকে জানাবে—দুঃখের সঙ্গেই জানাবে—যে আমার কবিতার বই সে পায়নি। বলা বাহুল্য, তার পাবার কোনো উপায়ও ছিল না। আমার কবিতার বই তাকে আমি পাঠাইওনি।"

"তবু আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, এতে করে' তোমার কী-যে সুবিধে হবে !" সংশয়ান্বিতচিত্তে আমি ঘাড় নাড়ি।

"তোমার বোঝবার দরকার করে না। ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবে? সারারাত তোমার সঙ্গে বকাবকি করে' কাটাই আর আমার কাজ এদিকে পণ্ড হোক্?—" নিবারণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে: "নাও, আমার চিঠিগুলো চট্পট্ সেরে ফ্যালো দেখি! তারপর দিন সাতেক পরে এসে খবর নিয়ো, বুঝিয়ে দেবো'খন তখন। তোমাদের বুদ্ধি একটু দামী কি-না! অনেকটা মেওয়ার মতো, একটু সবুরে ফলে।"

দিন সাতেক পরে খবর নিতে গেলাম।

"জবাব এসেছে একটা," বল্ল নিবারণ, হাসি মুখেই বল্ল: "শিলংএর বটকেষ্টর কাছ থেকেই এসেছে। আমাদের বটকেষ্ট গো? যার ধারণা যে, সে নাটক লিখতে পারে। খানকতক লিখেওছে, কলকাতার থিয়েটারগুলোয় প্লেও হয়েছে নাকি, শুনতে পাই।"

"হ্যাঁ, জানি।" আমি বলি: "খুব মন্দ লেখে না নেহাৎ। তোমার কবিতার মতোই চমৎকার! কেবল কান পেতে শোনাই একটু কষ্টকর, এই যা!"

"আমার কবিতার তুমি কি বুঝবে? কবিতা বোঝা অতো সোজা নয় ভায়া! তোমার গল্পের মতো না, যে লিখে ফেল্লেই হোলো। মিল খুঁজবার জন্যে তিনখানা ডিক্স্নারীই রাখতে হয়েছে, রীতিমতো।" ঠোঁট উল্টে জানিয়ে দ্যায় নিবারণ।

"আমি কি বলেছি যে সোজা? যা শুনতেই অতো কষ্টো,

তা লিখতে না জানি কী! সে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু যাক্, বটকেষ্ট কী লিখেছে, শুনি ?"

"লিখেছে যে,—এই ছ্যাখো না!—" নিবারণ চিঠিখানা ফেলে ছ্যায় আমার দিকে। সাফল্যগর্ব্বে ওর সমস্ত মুখ সমুদ্ভাসিত।

পড়ে দেখি :

"ভাই নিবারণ,

গ্রীষ্মকালে তুমি আমাদের শিলংএ আসতে পারবে না জেনে আমরা যে কী দুঃখিত হয়েছি তুমি আন্দাজ করতে পারবে। তোমাকে না পাবার যে কী বেদনা, তোমার সঙ্গ-লাভের আনন্দ যে একবার পেয়েছে সেই কেবল জানে। তোমাকে আমাদের সান্নিধ্যে পাবো জেনে সত্যিই আমরা লালায়িত হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে মেঘেনকে হতাশ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর না। এবং সেটা উচিতও হবে না, আমার মতে। কেননা, মেঘেন আমারও বন্ধু, সে ভাবতে পারে, আমরা তোমাকে ভাঙিয়ে নিলাম, তার কোল থেকে কেড়ে নিলাম, সেটা ভালো দেখায় না। আশা করি, পুরীতে ছুটিটা তোমার আরামেই কাটবে। পুরী খুব খাসা জায়গা! শিলংএর চেয়েও তোফা! হ্যাঁ, ভালো কথা, দুঃখের বিষয়, তোমার কবিতার বইটি কিন্তু আমরা পাইনি।

ইতি—

ভবদা

বটকেষ্ট গাঙ্গুলি"

"নেমন্তন্ন রক্ষা করা সোজা নয়তো হে!"

(পৃষ্ঠা— ৪৬)

পড়লাম, পড়ে বুঝলাম, যতটা বোঝা আমার বোধশক্তির মধ্যে। কিন্তু এহেন দায়-সারা চিঠি পেয়ে, নিবারণ এতখানি উৎসাহিত কেন তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না।

"বেশ তো! তাতে কি? তোমার সুবিধেটা তাতে কি হোলো?" আমি জিগ্যেস করি।

"বটোকেষ্টকে আমার কবিতার বই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর লিখে দিয়েছি, মেঘেনের ছেলেমেয়েরা হামে জর্জ্জর, মেঘেন জানিয়েছে। অতএব ওদের ওখানে, শিলংএ যেতে আমার কোনো বাধা নেই।"

নিবারণের বাহাদুরিতে আমি হাঁ করে' থাকি। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বলিঃ "তাহলে আজই তুমি রওনা হচ্ছ? আজই তো? শুভস্য শীঘ্রং—কেমন?"

"না, আজই নয়। আরো খানকতক জবাবের অপেক্ষা করছি কিনা! খানছয়েক পাবো আশা করি। তার ভেতর থেকে, যাদের বাড়ী রান্নাবান্না ভালো এবং ঝাল্‌টাল্ একটু কম খায়—এই রকম একটা বেছে, দেখে শুনে নিতে হবে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সোজা নয় তো হে!"
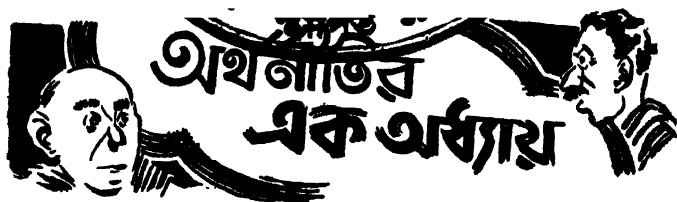
দরকারটা খুবই জরুরি। এত জরুরি যে হরিদয়ালবাবু এক্ষুণি একটা টেলিগ্রাম করে' জানানো দরকার মনে করলেন।

টেলিগ্রাম করার কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। এর আগে আর কখনো তাঁকে টেলিগ্রাম করতে হয় নি।

অথচ এমনি এটা জরুরি ব্যাপার যে—

অতএব, তাঁর ছোট্ট তেপায়াটার ধারে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে তিনি বসলেন—তার জীবনের প্রথম টেলিগ্রামটার মুসাবিদা করতে বসলেন।

হরিদয়ালবাবুর জানা ছিল যে তার্-বার্তার প্রত্যেকটা কথার দাম আছে। প্রত্যেকের জন্যে এক আনার মাশুল লাগে, আর নাকি বারো আনার কমে করাই যায় না। তিনটে কথা তার করে' পাঠাতেও বারো আনা—আর বারোটা কথার বেলাও তাই।

হরিদয়ালবাবুর এটা ভারী বাড়াবাড়ি বলে' মনে হয়।

যা হোক্, যাই লাগুক্, টেলিগ্রামটা খাটো করার দরকার—খুব সংক্ষেপেই সার্তে হবে—কথা পিছু যা মারাত্মক মাশুল! অবশ্যি তা বলে' বারোটা কথার কমে তিনি কিছুতেই সারবেন

না। দামের দিকে যখন ক্ষতি সইছেন, কথার দিক দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেওয়া চাই বই কি! ঠকে যেতে তিনি রাজি নন্।

যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে, অনেক ধস্তাধস্তি করে' হরিদয়ালবাবু অবশেষে টেলিগ্রামখানা একমেটে করে' দাঁড় করালেন—খুব সংক্ষেপেই খাড়া করলেন ; অবশ্যি, তাঁর ধারণা-মত, যথাসাধ্য সংক্ষেপে। দাঁড়ালো এই :—

সুনীল কুমার সেন এস্কোয়ার, ২।৩ হলধর বর্দ্ধন লেন, বউ-বাজার, ক্যাল্‌কাটা।

ডিয়ার স্যর, আই শ্যাল্ বি প্লীজ্‌ড্ টু পুট্ ইউ আপ্ ফর্ ওয়ান্ মান্থ্ ফ্রম্ দিস্ স্যাটারডে য়্যাট্ দি টার্মস্ ষ্টেটেড্ ইন্ ইয়োর্ লেটার্, ফিফ্‌টি রুপীজ্ পার্ মান্থ। আই অল্‌সো বেগ্ টু ইন্‌ফর্ম্ ইউ দ্যাট্ ঘাটশীলা ইজ্ বেষ্ট্ প্লেস্ ফর্ এ চেঞ্জ্ দিস্ টাইম্ অব্ দি ইয়ার্। ইয়োর্‌স্ ফেথ্‌ফুলি হরিদয়াল ব্যানার্জ্জি, ঘাটশীলা, বি, এন্, আর।

তার পর তিনি কথাগুলো সব গুণলেন। পঁয়ষট্টিটা কথা। তার মানে—চার টাকা এক আনা! যদি আর্জ্জেণ্ট টেলি করেন তা হলে তো আট টাকা দু' আনার ধাক্কা! শীতের প্রাতঃকালেও হরিদয়ালবাবু ঘেমে নেয়ে উঠ্‌লেন।

না, তিনি অর্ডিনারিই করবেন। আর একবার কথাগুলো তিনি গুণে দেখ্‌লেন। সেই পঁয়ষট্টি! একটা কথাও কমে নি।

পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়া পাবার খাতিরে, তাও কেবল এক মাসের জন্যে, নগদ চার টাকা এক আনা! হরিদয়ালবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হোলো।

ভাড়াটেকে তাড়িয়ে আন্‌তেই চার চার টাকা খরচ—ভাবতেই হাড় হিম হয়ে আসে। সত্যিই খুব দুঃসহ, কিন্তু উপায় কি? যদি তাড়াতাড়ি এটা না বাগাতে পারেন, তা হলে, হলধর বর্দ্ধন লেনের সুনীলকুমার সেন, এস্কোয়ার, অন্য কোথাও চেঞ্জে চলে যাবেন। চাই কি, এই ঘাটশীলাতেই, অন্য কারো আস্তাবলে এসে উঠ্‌তে পারেন হয় তো। এবং সেটা আরো বেশি অসহনীয় হবে।

অতএব বৃদ্ধ হরিদয়ালবাবু, তাঁর নব্য নাতিটিকে ডাক দিলেন। সে যদি এটাকে এধারে-ওধারে কেটে-ছেঁটে আরো একটু বেঁটে-খাটো করে' আনতে পারে।

"অলক, অলক, এই অলক!"

অলক আস্‌তেই, খস্‌ড়াটা তার হাতে সঁপে দিয়ে বল্‌লেন—"ছাখ্ তো, এটাকে চার টাকা এক আনার কমে পাঠানো যায় কি না?"

অলক টেলিগ্রামখানা পড়ল, পড়ে' নাক সিঁটকালো, তার পরে মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে—"ও বাবা, এ যে একটা 'এসে' লিখে বসে' আছো দাদু!"

"যাঃ যাঃ, তোকে আর মুরুব্বিগিরি ফলাতে হবে না। এর চেয়ে আরো সংক্ষেপে বানাতে পারিস্ কি না তাই ছাখ্। খাটো

করা অত সহজ নয়। আমি বহুৎ চেষ্টা করেছি। দেখছি, এর চেয়ে আর ছোট করা যায় না।”

অলক বল্‌ল: “খুব খুব।”

হরিদয়ালবাবুর কৌতূহল হোলো। “কই, কর্ তো দেখি?” একটু বিস্মিতও তিনি হলেন।

“এই যে, এই রকম হবে—” অলক তার প্রৌঢ় দাদুকে উঠে পড়ে বোঝাতে সুরু কর্‌ল: “ডিয়ার্ স্যর্, ইয়োর্স্ ফেথ্‌ফুলি এ সব দেবার দরকার নেই! একেবারেই না—এ কি তুমি চিঠি লিখ্‌ছ যে—? তার পর সুনীল আর কুমার এক কথায় করে’ দাও—একদম্ সেন পর্য্যন্ত জুড়ে এক কথা, বুঝ্‌লে?”

“সেন পর্য্যন্ত এক কথা, তা কি হয়?” হরিদয়ালবাবুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। “অতো জোড়াতালি কি চলে?”

“বেশ দু’ কথায় দিতে চাও দাও, তোমাকেই লোকে ‘ইন্‌সেন্’ ভাব্‌বে; আমার কি? কেউ কক্ষণো ছায় না কিন্তু। তার পর হলধর বর্দ্ধন লেন, কলকাতা, সেই যথেষ্ট,—বৌবাজার আবার কেন? বৌবাজার যে কলকাতার মধ্যেই তা কে না জানে? আর ঘাটশীলা যে বি, এন্ আর্-এর অন্তর্গত তাও জানা কথা। ও সব বাতিল, তা ছাড়া টু, ফ্রম্, ফর্—এ সব ফের কি জন্যে? সমস্ত প্রিপোজিশন্ একেবারে বাদ, টেলিগ্রামে গ্রামার্ লাগে না। তার পরে—এটা—এটা কি? সুনীলকুমার সেনের পরে এইটে? জড়পুঁটুলি করে’ পাকিয়ে এটা কি বসিয়ে রেখেছো দাদু?”

"এস্কোয়্যার্।" আম্‌তা আম্‌তা করে' দাদু জবাব দ্যান্। যেন ভয়ানক একটা অপরাধ করে' বসে' আছেন!

"এ স্কোয়্যার্? স্কোয়্যার্ কেন? সুনীলকুমার লোকটা কি খুব চৌকো নাকি?"

"উঁহুহু! সে স্কোয়্যার্ নয়—জিওমেট্রির স্কোয়্যার্ না। এ হচ্ছে এস্কোয়্যার্—ভদ্রলোকদের নামের পেছনে বসাতে হয়।"

"দেখ্‌তে চৌকো না হলেও? তবু—তবু ওটা বাদই দাও বরং! ভদ্রলোক যদি চৌকোস্ হয়, বুঝে নেবে, অপমান জ্ঞান করবে না। আমি বলে' দিচ্ছি।"

তার পর দু'জনের সম্মিলিত কচ্‌কচি আর কাঁচির সাহায্যে আরো অনেক কথা বাদ পড়্‌ল—অনেকখানিই বরবাদ্ গেল টেলিগ্রামের। টেলিগ্রামের রহস্যটাও ক্রমেই আরও ফিকে হয়ে আসতে লাগল হরিদয়ালের কাছে—নিজের রচনা করা কথাশিল্পের ওপরেও দয়ালুতা কম্‌তে লাগল। অলক 'আই শ্যাল্ বি'—গোড়ার এই তিন তিনটে কথা অম্লানবদনে কেটে দিল দেখেই, তিনি নির্দ্দয়ভাবে 'আই অল্‌সো বেগ্ টু ইন্‌ফর্ম্ ইউ' থেকে—'দিস্ টাইম্ অব্ দি ইয়ার্' পর্য্যন্ত—মানে, দ্বিতীয় বাক্যটার পুরো এ কোণ থেকে ও কোণ—এ কান থেকে ও কান এক হ্যাচ্‌কায় সমস্তটা কচ্ করে' কেটে দিলেন।

দিয়ে বল্‌লেন: "ঘাটশীলা যে চেঞ্জের পক্ষে ভালো এ কথা জানাবার কি দরকার? সব্বাই তা জানে। আর জানে বলেই তো আসতে চেয়েছে। নাহক্ কেবল টাকা খরচ—নয় কি রে?"

"ঘাটশীলায় আসা নাহক্ টাকা খরচ ছাড়া আর কি?" অলক একবাক্যে সায় ছায়ঃ "আমার তো কেবল কলকাতায় যেতে ইচ্ছে করে।"

"দূর্, আমি তা বলি নি। টেলিগ্রামে সেই বাহুল্য কথাটা জানানোর বাজে খরচের কথাই বল্ছি।"

"টেলিগ্রাম করেই জানাও, আর ঢাক পিটেই জানাও একই কথা।" অলক বলেঃ "ঘাটশীলায় এসে থাকা মানেই বোকামি।"

"অনেক তো কাটা গেল—" হরিদয়ালবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেনঃ "এবার আর কি কাটা যায়?"

কলকাতায় যেতে পারছে না, ঘাটশীলায় এসে পড়ে থাক্তে হচ্ছে এই ভেবে অলক মুষ্ড়ে পড়েছিল, কাটাকুটির কথায় আবার সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে; কাটা-পড়া টেলিগ্রামটার আগাপাশতলা তাকিয়ে নিয়ে আরো কতদূর ওর ক্ষতি করা যায় খতিয়ে ছাখেঃ "তোমার ল্যাজ্টা কেটে দাও।"

"ল্যাজ্? আমার ল্যাজ্? সে আবার আমার টেলিগ্রামে কোথায় পেলি?" হরিদয়ালবাবু ভারী রেগে যান্ঃ "দরকারি কাজের সময় ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"ল্যাজ্ মানে তোমার নামের ল্যাজাটা। ব্যানার্জ্জিটা বাদ দিতে পারো। হরিদয়াল বল্লেই বুঝ্বে।"

"উঁহু, তা হয় না।" নিজেকে খর্ব্ব করতে হরিদয়ালবাবুর খুব আপত্তি। "উপাধিটাই হচ্ছে জম্কালো। উপাধি বাদ দেওয়া যায় না। উপাধি বাদ দিলে আর থাক্ল কি?

"তোমার ন্যাজ্‌টা কেটে দাও!"

(পৃষ্ঠা—৫২)

আর তাতে কতই বা বাড়বে—এক আনাই তো ? তা আমি দিতে পারব। খুব পারব।”

উপাধির জন্যে, হবু রাজা-মহারাজা-রায়বাহাত্বরদের মত, অর্থব্যয়ে তিনি মুক্তহস্ত। পূরো এক আনার ঐশ্বর্য্য—তাঁর পক্ষে নিতান্ত কম না হলেও তিনি অকাতরে বিলিয়ে দেবেন ! হয়েছে কি ?

“তা হলে নামটাই কেটে দাও না হয়। কেবল ব্যানার্জ্জিই থাক্ ! তাই যথেষ্ট।”

“উঁহু, তাও হয় না।” হরিদয়ালবাবু ঘাড় নাড়েন : “নাম-কাটা সেপাই আমি হতে পারব না।” কেবল উপাধিই নয়, নামের দিকেও তাঁর রীতিমত লোভ দেখা যায়।

অলক ক্ষুব্ধ হয়ে বলে : “তা হলে কাটাকুটি করতে আমাকে ডাক্‌ছ কেন ? তুমি নিজেই যখন সমস্ত পার—”

নামজাদা এক সার্জ্জনকে অপারেশন করতে ডেকে এনে যদি নন্-কো-অপারেশন করা হয়—তার মতই অনেকটা মনের ভাব অলকের।

“—তখন আমাকে আর কেন ডাকা ?” এই বলে’ ক্ষোভাচ্ছন্ন গলায় মর্ম্মন্তুদ বাক্যটি নিঃশেষ করে’ অলক বাইরের দিকে পা বাড়ায় : “তা হ’লে আমি চল্‌লাম। তুমি নিজেই কাঁচ-কলা করো গে !”

হরিদয়ালবাবু একটুও বাধা দ্যান্ না। টেলিগ্রাম কি করে’ বানাতে হয়, এতক্ষণে ভালোমতই তাঁর জানা হয়েছে,—এর পর

যা করবার তিনি নিজেই মাথা খাটিয়ে করে' নিতে পারবেন। একাই পারবেন। যে নাতি উপাধি-বর্জ্জনের স্বপক্ষে আর নাম-হানি কর্‌তেই মজ্‌বুদ্‌, তেমন অপদার্থকে এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। নাতি না তো আতিশয্য! অসহ্য!

"কর্‌বে তো মাথা! মাথা থাক্‌লে তো কর্‌বে!" বক্‌তে বক্‌তে অলক বেরিয়ে যায়। হরিদয়ালবাবু অলকের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে টেলিগ্রামের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন।

অবশেষে মুসাবিদাটা এইভাবে সুবিধা হয়ে আসে :—

'সুনীলকুমারসেন ২।৩, হলধরবর্দ্ধন লেন, ক্যাল্‌কাটা। প্লীজ্‌ড্‌ পুট্‌ আপ্‌ মান্থ্‌ স্যাটার্‌ডে টার্ম্‌স্‌ ষ্টেটেড্‌ ইয়োর্‌ লেটার্‌ ফিফ্‌টি রুপীজ্‌ পার্‌ মান্থ্‌, হরিদয়াল ব্যানার্জ্জি, ঘাটশীলা।'

তার পর তিনি গুণ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। এখনো বাইশটা! এক টাকা ছ' আনা এখনো!

উঃ! সারা দেহ তো ঘেমে গিয়েছিলই, এখন তাঁর চোখেও জল বেরিয়ে পড়ল। নাঃ, আর পারা যায় না। এই ক'টা কথার জন্যে এক টাকা ছ' আনা! তিনি বারম্বার শিউরে উঠ্‌লেন।

তার পর, চোখের কোণ মুছে নিয়ে আর একবার তিনি উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। আর কমানো—আরো কচুকাটা করা যায় না?

তিনি ভেবে দেখলেন, সুনীলকুমার সেন তাঁর নিজের চিঠিতে যে সব টার্ম্‌ জানিয়েছেন তা তো তাঁর নিজের জানা থাক্‌বার

কথাই —অতএব তাঁকে আবার ফের তা জানানো কেন ? অতএব সুনীলকুমার সেনের চিঠির বিষয় সুনীলকুমার সেনের কাছে উল্লেখ করে' বিশদ করবার কোনো দরকার করে না।

হরিদয়ালবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন—"আঃ !"

হরিদয়ালবাবুর ক্রমশঃই আরও মাথা খুলতে লাগল। তিনি আবিষ্কার করলেন—ওই 'পুট্ আপ্' করবার কথাটাও বাদ দেওয়া যায়। কেননা, কী নিয়ে যে দু'জনের মধ্যে এই সব সংবাদ আদান-প্রদান চল্‌ছে তা দু'জনের কারোই অজানা নয় তো !

হরিদয়ালবাবু বল্‌লেন—"আহা !" এবং টেলিগ্রামখানা আরও একটু কেটে ফেল্‌লেন।

সব শেষে, মুসাবিদাটার এখানে-সেখানে আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে সর্ব্বত্র খোঁচাখুঁচি করে' শেষমেষ যা পড়ে থাক্‌ল তা এই :

'সুনীল ২।৩ হলধরবর্দ্ধনলেন ক্যাল্‌কাটা এগ্রী টার্ম্‌স্ ষ্টেটেড্ মান্থ্ কমেন্‌সিং স্যাটার্‌ডে হরিদয়াল ব্যানার্জ্জি ঘাটশীলা।'

তেরটা কথা তবুও ! ঘাটশীলাটা বাদ দিয়ে—ঘাটশীলার আবার কী দরকার ? কেননা, কোথায় বাড়ী খুঁজছেন সুনীল সেন তা কি জানেন না ? প্রেতশীলায় নিশ্চয়ই নয় !—অনেক

হৃদ্দমুদ্দ করে' সবশুদ্ধ বারোটা কথায়—যার থেকে আর কমানো কেবল অনাবশ্যক নয়, অত্যন্ত অনুচিত—সেই ক'টি মাত্র কথায় এসে হাজির হলেন হরিদয়ালবাবু।

"বিউটি ফুল্!"

হরিদয়ালবাবু অবশ্যি এ কথাটা আর টেলিগ্রামে বসালেন না, মুখেই বল্লেন কেবল।

"বাহাত্তর!"

এই শব্দটা, টেলিগ্রামের বিশেষণে নয়, নিজেকে সম্বোধন করেই তাঁর উচ্চারিত হোলো।

আনা বারোয় আনা গেছে অনেক করে'!

তারপর কপালের ঘাম মুছে টেলিগ্রাম আফিসের উদ্দেশে তিনি রওনা হলেন।

পথে হরিচরণের সঙ্গে দেখা। হরিচরণ কলকাতায় যাচ্ছে। তবে আর তার্ করা কেন? ওর হাতে দিয়ে দিলেই তো চুকে যায়। টেলিগ্রাম কি আর ওর আগে কলকাতা গিয়ে পৌছবে?

হরিদয়ালবাবু টেলিগ্রামের কপিটা একটা সাদা খামের মধ্যে পূরে হরিচরণবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—"চরণ ভায়া, এই টেলিগ্রামটা—মানে—এই চিঠিখানা হলধর বর্দ্ধন লেনের সুনীলবাবুর ঠিকানায় পৌছে দিতে পারবে কি? খুব কি অসুবিধা হবে?"

"না না, এ আর বেশী কি ?" আপ্যায়িত হাসি হেসে জানালেন হরিচরণ।

হরিদয়ালবাবু খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—"বাঁচা গেল। সামান্য একটা চিঠির ষ্ট্যাম্প্ খরচাও লাগল না। ইকনমিক্স্ পড়া আমার ব্যর্থ হয় নি। একেই বলে অর্থনীতি, বুঝ্লে বাপু ?" নিজেকে অভিনন্দিত করেই তাঁর শেষ প্রশ্নটা নিক্ষিপ্ত হোলো। নিজেকে প্রশংসাপত্র দিয়ে পরিতৃপ্ত মনে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

তারপরের কথা।

হরিচরণবাবু, বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর, দু'য়ের তিন হলধর বর্দ্ধনের দ্বার-দেশে এসে করাঘাত কর্লেন। সুনীলবাবু বেরিয়ে আস্তেই তাঁর হাতে খামখানি গছিয়ে দিয়ে জানালেন : "ঘাটশীলার হরিদয়ালবাবুর চিঠি।"

চিঠি—ওরফে—সেই টেলিগ্রাম হস্তগত করে' সুনীলবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ কর্তে লাগলেন।

"হরিদয়ালবাবুর চিঠি! কই দেখি! কিন্তু এত দেরি কেন ? এত বিলম্ব হোলো যে খবর দিতে ? চিঠির জবাব দিতেই পনের দিন ?"

হরিচরণবাবু আর কী বল্বেন ? আম্তা আম্তা করে' একটু রসিকতার চেষ্টা করে' বল্লেন :

"দেখুন, ঘাটশীলা থেকে কলকাতা কমখানি পথ নয়

"টু্য লেইট্! টু্য লেইট্ !! টু্য লেইট্ !!!"

(পৃষ্ঠা—৬২)

তো—ধীরে সুস্থে আস্তে হলে পনের দিন লাগে নাকি? আপনিই বলুন্! তারপর কলকাতায় আমার নিজের কিছু কাজ কর্ম্মও ছিল, তাই সব সেরে সুরে আস্তেই সামান্য একটু দেরি হয়ে গেল!"

"এতো দেখছি একটা টেলিগ্রাম্!" ফর্ম্মখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুনীলবাবু বল্লেন: "তা এরকম এক টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে, তিনটে পয়সা খরচ করে' একটা পোষ্টকার্ডও যদি ডাকে ছাড়তেন তাহলেও কাজ দিত। তাছাড়া—এভাবে—লোকের হাতে টেলিগ্রাম পাঠানোর মানে?"

"হরিদয়ালবাবুই জানেন।" হরিচরণবাবু বলেন: "আমি কি করে' বলব?"

"এই ধরণের টেলিগ্রাম তো আমি সাতজন্মেও দেখিনি! একটা চিঠিতে দ[illegible]ত্র লিখে দিলেও তো চলত। না, তা লিখতেও তাঁর হাত ব্যথা হয়ে যায়?"

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—" হরিদয়ালের তরফে ওকালতির ভাষা হরিচরণ খুজে পান্ না।

"তাছাড়া—একি? য়্যাঁ?" সুনীলবাবু আকাশ থেকে পড়েন হঠাৎ। টেলিগ্রামটার আরো সব খুঁৎ তার চোখে পড়ে যায়—তিনি খুঁৎ খুঁৎ করেন: "এ কার নাম?"

"আজ্ঞে—"

হরিচরণবাবু উঁকি মেরে কাগজখানার ওপরে একবার চোখ

বুলিয়ে নিয়ে বল্লেনঃ "আপনার নাম কি সুনীলবাবু নয় তাহলে ?"

"সুনীলবাবু কেন হবে না ? আমার নাম, সুনীলকুমার সেন বি, এ, এস্কোয়্যার্। কিন্তু সুনীল ! স্রেফ্ সুনীল !—একি ! আমি কি পাড়ার বয়াটে ছেলে, না, ওঁর সাতপুরুষের কুটুম্ব—যে আমাকে কেবল 'সুনীল' বলে' সম্বোধন করা হয়েচে ? আর এদিকে, নিজেতো উনি দিব্যি হরিদয়াল বানাজি হয়ে বসে' আছেন। কেন, ওঁর নিজের 'হরে' হতে কি ক্ষতি হয়েছিল ?"

"এমন আর কি ক্ষতি হোতো ? আমরা তো ওকে 'হরেই' বলি। দলুও বলি কেউ কেউ।"

"বলেন বেশ করেন ! হাজার বার বলবেন !—" এতক্ষণে সুনীলবাবুর রাগ একটু পড়ে, কিঞ্চিৎ তিনি সান্ত্বনা পান্ঃ "কিন্তু বলুন্, এহেন অভদ্রলোকের বাড়ীতে পা বাড়ানো কি ভালো ? এরকম চষ্যরাজের বাড়ীতে ?"

"কেন, বাড়ীর কি দোষ ? বাড়ীর কি হয়েছে ? বাড়ীতো আপনার সঙ্গে কোনো অভদ্রতা করেনি ? সুনীল বলে' নাম ধরে' ডাকেনি আপনাকে ? তাহলে কেন ?" হরিচরণবাবু, বাড়ীর সাফাই গেয়ে, হরিদয়ালের, অন্ততঃ একটা দিক বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

সুনীলবাবু কী যেন ভাবেন।

"না, বাড়ী কোনো অপরাধ করেনি—তা ঠিক ! তাছাড়া,

ঘাটশীলায় যাবার আমার একটা ঝোকও ছিল না যে তা নয়! কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু আর কি? হরিদয়ালবাবুর ওই সামান্য ত্রুটি মার্জ্জনা করে' দিয়ে টিকিট্ কেটে ফেলুন। আর কিন্তু কিন্তু করবেন না স্নুনীলবাবু!" হরিচরণবাবু মিনতি করেন।

"কিন্তু এখন যে ট্যু লেট্! আমি অন্য জায়গায় বাড়ী ঠিক করে' ফেলেছি যে? আপনাদের কাছাকাছিই, ঝাড়গ্রামেই নিয়ে ফেল্লাম কিনা! মাস ছয়েক থাক্‌ব ঠিক করেছি। একমাসের ভাড়াও আগাম পাঠিয়ে দিলাম। এখন ট্যু লেইট্!"
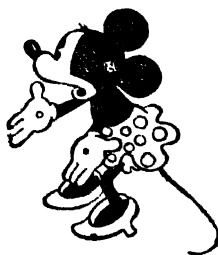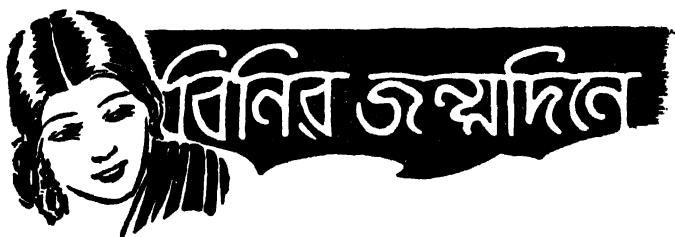
বিনির জন্মতিথি আবার আসন্ন হয়েছে, বিনি নিজেই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল। এক মাস আগে থেকেই, বল্‌তে গেলে। এবং এবারও তার কলেজের বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবে, সে-নোটিশও আমি পেয়েছিলাম। একটু ভয়ে-ভয়েই ছিলাম, বল্‌তে কি!

বিনির কলেজের বন্ধুদের অপছন্দ করি, এ কথা আমি বল্‌তে পারব না। ভয়? না, ভয় করব কেন? ভয় করবার কিছু নেই।

অপব্যয়ের আশঙ্কা? তাই বা এমন কি? একটা বই লিখ্‌তেই বা কতটা, আর, তা বেচে ফেল্‌তেই বা কতক্ষণ? তা ছাড়া, মাস খানেক থাক্‌তেই যখন নোটিশ্ পেয়ে গেছি—যথা সময়েই পেয়েছি, বল্‌তে গেলে—

না, সে সব নয়। কেবল ঐ প্রফুল্ল-নলিনী—

আমি বরাবর দেখেছি, যুক্তাক্ষর দিয়ে মেয়েদের নাম হলেই মারাত্মক। ত্রৈলোক্যতারিণী, কৈবল্যদায়িনী, দিগন্তবাসিনী—

এ সব শুনতেই বুকে কেমন ধাক্কা লাগে! প্রথম আলাপেই খতম্ হয়ে যেতে হয়।

এবং বিনির এই বন্ধুটি! কেবল নলিনী হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। প্রফুল্লই হতে পারতাম—কিন্তু—একেবারে এবং একাধারে প্রফুল্লনলিনী হয়েই মাটি করেছে, আমাকেও বসিয়ে দিয়েছে।

মেয়েদের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই যদি মধুসূদনকে স্মরণ করতে হয়—মাইকেল্ মধুসূদনকে—তা হলেই তো গিয়েছি! আলাপ মানেই তো মিত্রতা? ভাব জমাবার ভূমিকাই তো আলাপ? কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ বজায় রেখে আলাপ চালানো মুস্কিল। আমি অন্ততঃ পেরে উঠি নে। বুক কাঁপে আমার।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিকে একবার শুধিয়েছিলাম: "প্রফুল্ল? প্রফুল্লও আসবে তো?"

বিনি ঘাড় নেড়েছে: "বাঃ! সে না এসে পারে?"

এবং আমি খুব উৎফুল্ল হতে পারি নি।

বিনি ফার্স্ট্ ইয়ারে পড়বার সময়ে প্রফুল্লর সঙ্গে আমার পরিচয়,—প্রথম যেবারে কলেজের বন্ধুদের জন্মদিনের আসরে আনবার ও সুযোগ পেল; এবং সেই প্রথম দর্শনেই আমি ধরাশায়ী হয়েছি!

তার আগে তার ইস্কুলের বন্ধুদের নিয়ে কখনও ভীতির কারণ ঘটে নি। তারা আমার কাছেই ঘেঁষত না। নিজেদের

প্রফুল্ল প্রথম দর্শনেই প্রকাণ্ড এক খাতা বের করে' বসল !

(পৃষ্ঠা—৬৬)

চেঁচামেচি, ক্যারম্ বোর্ড্ আর কেক্-পুডিং নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌ত। ব্যতিব্যস্তই থাক্‌ত বল্‌তে গেলে। দৈবাৎ কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা দেখালে চকোলেট্ দিয়েই তাকে নিরস্ত করা যেত। সহজেই করা যেত। গোলমাল ছিল খুবই, কিন্তু কোনো গোল ছিল না।

কিন্তু প্রফুল্ল-নলিনী প্রথম দর্শনেই অটোগ্রাফের খাতা বের করে' বস্‌ল।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লাম।

অটোগ্রাফে আমার ভারী ভয়। ওসবের খাতায় দু' এক ছত্রের কবিতা ছড়ানোই দস্তুর। আর কবিতা আমার আসে না, একদম্ না। এক কালে অবশ্যি আস্‌ত, খুবই আস্‌ত, ছত্রাকারেই আস্‌ত, ঘন ঘনই বল্‌তে গেলে, কিন্তু আজকাল আসা ছেড়ে দিয়েছে। কেন, তা বল্‌তে পারি না।

কবিতারা ভারী খেয়ালী। অন্ততঃ, আমার কবিতারা।

এই সংবাদ জানাতেই প্রফুল্ল-নলিনী হেসে উঠ্‌ল: "কী যে বলেন! কবিতা আবার আসে না! না ডাক্‌তেই তো এসে পড়ে। টন্ কে টন্ আসে। দিস্তাকে দিস্তা উড়ে যায়! কবিতা লিখে লিখেই আমার কলম ক্ষয়ে গেল।—"

এই বলে', কোত্থেকে জানি নে,—মন্ত্রবলেই কিনা কে বল্‌বে—ম্যাজিকের মতই, প্রকাণ্ড এক খাতা বের করে' বস্‌ল।

"আপনাকে দেখাবার জন্যেই এনেছি। ছন্দটন্দগুলো একটু শুধ্‌রে দিতে হবে আপনাকে। আর মিলটিল গুলো—"

প্রায় শ' আড়াই কাব্য! পয়ার, কাপ্‌লেট্‌, সনেট্‌, লীরিক্‌, গাথা—মায় গদ্য কবিতা পর্য্যন্ত! প্রায় সবই আমাকে দেখে দিতে হোলো। তাতেও নিস্তার পেলুম না। তাকে শুনিয়ে দিতে হোলো আবার; আমি পড়্‌লাম, সে শুন্‌ল। তারপরেও, আর একবার শুনে দিতে হোলো সে সব। সে পড়্‌ল, এবং আমি—আমিই শুন্‌লাম। সারা বেলা সেদিন কবিতাচ্ছন্ন হয়েই কেটে গেল।

এবং তার ধাক্কাতেই জ্বরে পড়ে গেলাম। ভারী বাঁকা রকমের জ্বরে। এত কবিতা কখনো সহ্য হয়? টাইফয়েড দাঁড়াল তাই থেকে। সেই কবিতা থেকেই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিনির সেকেণ্ড ইয়ারের জন্মদিনে, চিল্‌কোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাক্‌লাম। কাউকে না জানিয়ে, বিনিকেও না। প্রিভেনসন্‌ ইজ্‌ বেটার্‌ দ্যান্‌ কিওর, কথায় বলে।

নিরিবিলিতে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম বোধ হয়। হঠাৎ সচকিত হয়ে জেগে উঠি। জেগে উঠেই দেখ্‌লাম—দেখ্‌লাম এবং শুন্‌লাম। কাকে আর? প্রফুল্ল-নলিনীকে।

"বেশ লুকোচুরি খেলা হচ্ছে। একলা একলাই! বেশ!"

"না, লুকোচুরি খেল্‌ব কেন? এই, এই একটু—"

"এবার কতগুলো খণ্ডকাব্য লিখেছি। এই দেখুন্‌!—"

পেল্লায় সব কবিতা-ভর্ত্তি প্রকাণ্ড এক খাতা বার করল প্রফুল্ল-নলিনী। তার এক একটা কবিতা দেড় গজ করে'।

না, অজ্ঞান হয়ে যাইনি ; আমার বেশ মনে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে রক্ষা পেতাম।

সেবার আমার হুপিংকাফ্ হোলো। সেই খণ্ডযুদ্ধে, খণ্ড কাব্যের সংঘর্ষেই কিনা কে জানে!

আর, এবার বিনির থার্ড্ ইয়ার। প্রফুল্লরও। দুঃখের বিষয়, একজনেরও এ ক' বছরে, একবারও ফেল্ যাবার নামটি নেই। ফেল্ গেলে কী যে হয়, ক্ষতি কী, আমি তো বুঝি নে! বরং, কারো সঙ্গে ষড়্যন্ত্র না করে', একা-একাই এক আধবার ফেল্ যাওয়া বোধ হয় ভালোই। স্বাস্থ্যের পক্ষেই ভালো, নিজের না হলেও নিজের আত্মীয়-স্বজনের, অন্ততঃ!

আর, নিতান্তই, ফেল্ যদি নাই যেতে পারা যায় নেহাৎ, ডবল্-প্রোমোশন্ নিতে কি? বিনি বলে, কলেজে নাকি ডবল্ প্রোমোশন্ দ্যায় না। একেবারেই নাকি ও-পাট নেই। কলেজ তো আর পাঠশালা নয়। ফ্যাসাদ্ আর বলে কাকে!

এবার বিনির থার্ড্ইয়ার্! কিন্তু এবারের ধাক্কা কি সাম্লাতে পার্ব? কাটিয়ে উঠ্তে পার্ব কোনো গতিকে? বার বার তিন বার, কম নয়!—এবার—এবার বোধ হয় আমার প্যারালিসিস্ হয়ে যাবে। নিতান্ত যদি হার্ট্ফেল্ না হয়, তাহলে পক্ষাঘাত তো নির্ঘাৎ! কে বাঁচায়?

এবারও কী নিয়ে হাজির হবে কে জানে! ইতিমধ্যে মহাকাব্যই ফেঁদে ফেলেছে কিনা, কি করে' বল্ব?

"তুমি দিন দিন এ রকম শুকিয়ে যাচ্ছ কেন দাদা?" বিনি একদিন জিজ্ঞেস করল আমায়।

"না। শুকোবো কেন? বেশ তো আছি।"

"উহুঁ। দিন দিন মন-মরা কি রকম হয়ে যাচ্ছ যেন!"

"তোর যেমন!—" যতখানি সম্ভব, যত দূর সাধ্য হেসে উড়িয়ে দিতেই সচেষ্ট হই: "ফূর্তি-গুলো জমিয়ে রাখ্‌ছি। বুঝ্‌ছিস্‌ নে? বাজে খরচ হতে দিচ্ছি নে কিনা! তোর জন্মদিনের —কি বলে গিয়ে—প্রফুল্লতার জন্যেই জমিয়ে রাখ্‌ছি সব।"

বিনি কতকটা আশ্বস্ত হয়। "এই শাড়ীটা পড়লে কেমন হয় সেদিন? দ্যাখো তো দাদা?"

"খাসা মানাবে তোকে।"

"তার সঙ্গে এই ব্লাউজ্‌! কী বলো? কেমন, চমৎকার নয় কি?" বিনি খুসি হয়ে ওঠে: "কিন্তু দুঃখের কথা দাদা, তোমার সেই ভক্তটি এবার আর আস্‌বে না বোধ হয়।"

"কে ভক্ত?" নিস্পৃহ কণ্ঠে আমি বলি।

"কেন, তোমার সেই প্রফুল্ল। তুমি যার অতো করে' খোঁজ করছিলে! কিন্তু কেবল প্রফুল্লর সঙ্গেই তুমি অতটা মেশো, তোমার এটা অন্যায়, দাদা! ভারী পক্ষপাত তোমার, আমি বলব! ভালো নয় কিন্তু। কেন, আমার আর সব বন্ধুরা কি বানের জলে ভেসে এসেছে? তারা কি মানুষ নয়? মেশ্‌বার যোগ্য নয় তারা?"

"আমি কি বলেছি, নয়? কিন্তু নিশি কখন্? ফুরসৎ

কই? ফাঁক্ই পাই নে বল্‌তে গেলে।" আমি সাফাই দিতে চেষ্টা করি।

"ইচ্ছে থাক্‌লেই ফুর্‌সৎ হয়। সেবার তুমি চিলকোঠায় গিয়ে ওর কবিতা শুনতে লাগলে। কবিতা শুনেই কাটিয়ে দিলে সারাদিন! ওরা কি মনে ভাবে বলো তো? প্রফুল্ল না হয় কবিই, ভালো কবিই হয় তো, কবিতাটা লিখ্‌তে শিখেছে বটে, মিলটিলগুলোও ওর আসে,—আপ্‌না থেকেই নাকি এসে যায়—কিন্তু ওরাও যে কিছু জানে না এমন তো না! অনেকেই তো ভালো বুন্‌তে পারে, গাইতেও জানে কেউ কেউ, এক-আধজন নাচ্‌তেও পারে অদ্ভুত। কেন, সে সব জানা কি কিছুই না নেহাৎ?"

"তা—তা—আমি কী কর্‌ব?" আম্‌তা আম্‌তা করি আমি: "আমায় কী কর্‌তে বলিস্?"

"কেবল একজনের সঙ্গেই অত মেশাটা কি ভালো?"

"আমি কি আর মিশি? আমাকে মিশিয়ে নেয় যে!" করুণ কণ্ঠে আমি বলি: "জোর করেই মিক্‌চার্ করে ফ্যালে। তোর ঐ প্রফুল্লর সঙ্গে, কি বল্‌ব, আমি কি রকম, পেরে উঠি নে, কিছুতেই।"

"হ্যাঁ, ওর একটা পার্সোনালিটি আছে, সে কথা মানি, আর তোমারও ওই জিনিসটিরই হয়েছে অভাব, কেবল ওই পার্সোনালিটির, সে কথাও মিথ্যে না! মেয়েদের সাম্‌নে তুমি কেমন উপে যাও যেন, আমি চিরদিন দেখে আস্‌ছি। যাক্,

"কেবল একজনের সঙ্গেই অত মেশাটা কি ভালো ?"

(পৃষ্ঠা—৭০

এটা একটা দুঃসংবাদ যদিও, তবু তোমায় বলি, তোমার সাহিত্যিকটি এবার আর আসছেন না।" বিনির মুখে-চোখে একটা বিজাতীয় জিঘাংসার ভাব প্রকাশ পায়ঃ "প্রফুল্ল এ-তল্লাটেই নেই।"

"য়্যাঁ ? নেই ? নেই নাকি ?" তৎক্ষণাৎ আমার পার্সো-নালিটি যেন উড়ে আসে কোত্থেকে, উড়ে এসে জুড়ে বসে এক মুহূর্তেই : "কোথায় গেল ? গেল কোথায় ?"

"মাস খানেক থেকে আসছে না কলেজে। আজ নেমন্তন্ন করতে ওদের বাড়ী গেছ্লাম ! কেউ নেই এখানে। কোথায় নাকি ওরা চেঞ্জে গেছে বলে' গুজব !"

সঙ্গে-সঙ্গেই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠি : "যাক্ গে ! যেতে দে। কাকে কাকে নেমন্তন্ন কর্লি শুনি এখন ?"

"প্রফুল্ল বাদ, কলেজের বন্ধুদের প্রায় সবাইকে। পাড়ার কাকে কাকে করা যায়, বলো তো ?"

"কাকে কাকে কর্বি ভেবেছিস ?"

"আইভিদিকে তো বল্তে হয় ?"

"মিস্ সেন ? তা বল্তে পারিস। ক্ষতি কি ?"

"তাঁর হোষ্টেলের দু'একটি মেয়েকেও ঐ সঙ্গে। আর—প্রতিমা আর তার বর ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয় ! প্রতিমাকে তো অবশ্যি।"

"অবিনাশ বাবু আর তাঁর বোনকে না করা কি ভালো দেখায় ?"

"না না, তাদেরকেও করা দরকার। বোনটি ভারী লক্ষ্মী!"

"জোয়ারদার মশাই, ওঁর গিন্নী, আর—আর—বেণুকেও তো?" এবার বিনি একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিই নিক্ষেপ করে যেন।

"হ্যাঁ, বেণুকেও বই কি!" বেণুকেও আমি ভয় খাই নে। প্রফুল্লহারা হয়ে, উৎফুল্লতার আতিশয্যে, বেণুর পরাক্রম সহ্য করতেও আমি প্রস্তুত। নেমন্তন্নের তালিকার জোড়াতালি নিঃশেষ করে' বিনি জিজ্ঞেস করে: "তুমি? তুমি কাউকে করবে না? তোমার বন্ধুদের কাউকে?"

"কাকে করি? কাউকে তো মনে পড়ছে না। তবে প্রমোদকে করলে হয়। ওর বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে পারি নি। অত করে' ডেকেছিল! এই তো দিন পনের আগে দেওঘরে বিয়ে হয়ে গেল বেচারার।" চিন্তা করে' আমি বলি: "ওকে অন্ততঃ সহানুভূতি জানানো উচিত।"

"প্রমোদ বাবু মন্দ না! বেশ আমুদে লোক!"

"হ্যাঁ, ওকে করা চাই। প্রমোদ না হলে, আমোদ জমে না। কথায় বলে আমোদ-প্রমোদ!"

প্রমোদকেও করা হয়। প্রমোদ আর প্রমোদের বউকে। আমার তরফ থেকেই করি। ওর বিয়েয় না-যাওয়ার দুঃখ যদি ওর দূর হয়। আমার ভয়ানক বন্ধু প্রমোদ!

জন্মদিনের আসর জমে উঠেছে। বিনির কলেজের বন্ধুরা এসে গেছে কোন্ কালে! পাড়ারও কেউ বাদ যান্ নি। বেণু

পর্য্যন্ত হাজির, তার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই। গুল্‌তি, এয়ার্‌ গান্‌, খর্‌তাল্‌ সব কিছু সমভিব্যাহারেই সে এসেছে। কেবল চুইংগাম্‌ আর চকোলেটের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোন উপায়ে ওকে নিরস্ত্র রাখা হয়েছে, এখনকার মত।

বাইরের ঘরে প্রমোদের গলা পাই:

"কই? শিব্‌রাম্‌? শিব্‌রাম্‌ কোথায়?"

বল্‌তে বল্‌তে প্রমোদ আসরে পদার্পণ করে: "তোমার সঙ্গে এঁর আলাপ করিয়ে দিই। আমার বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করলে খুসী হবে—"

ও! তা হলে সস্ত্রীকই এসেছে প্রমোদ, সুখের কথাই! আমিও হাসিমুখে এগোই।

"এসো, এসো, লজ্জা কি?" নেপথ্যের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে' প্রমোদ বলে: "আমার বউ একজন নামজাদা লোক হে, সব কাগজেই লেখা বেরোয় ওর। বড়দরের লেখিকা একজন—! পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের। ইনি আমার বন্ধু, শিব্‌রাম্‌, গল্পটল্প লেখেন, আর ইনি—"

কে আসে প্রমোদের পেছনে? কে আর?

প্রফুল্লনলিনী ছাড়া আর কে···?

———
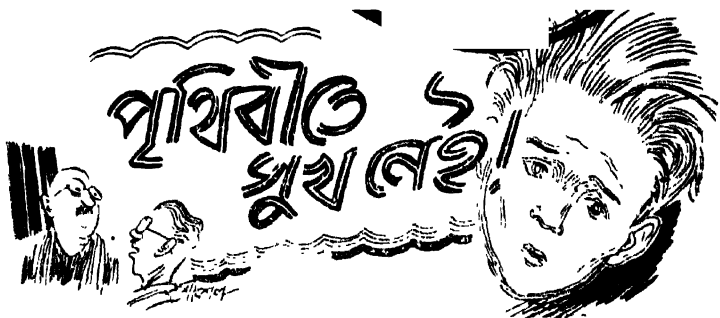
হেড্মাষ্টার মশাই রোল্কল্ করে' চলেছেন : "...থ্রি, ফোর্, ফাইভ্, সিক্স্, সেভেন্..."

টেন্-এ এসে তিনি হোঁচট্ খেলেন!

"টেন্? নম্বর টেন্? সমীর আসেনি? আজো আসেনি সে?"

সমীরের পাশের বাড়ীর ছেলে অশোক, দাঁড়িয়ে উঠে বল্ল : "তার অসুখ করেছে স্যার্!"

"অসুখ? সমীরের অসুখ?" হেড্মাষ্টার বিস্মিত হয়ে বল্লেন : "তার আবার কি অসুখ হোলো?"

"আমি ঠিক উচ্চারণ করতে পারব না।" অশোক ইতস্ততঃ করে : "অপস্মার, না, কী!"

"অপস্মার? সে আবার কী ব্যারাম?" হেড্মাষ্টার মশায়ের বিস্ময় আরো বেড়ে যায়।

"কি জানি সার্ ! ও-তো তাই বল্ল।" তারপর কী যেন কী ভেবে নিয়ে অশোক একটা কৈফিয়ৎ দিতে যায় : "পরশু দিন একটা ষাঁড় ওকে তাড়া করেছিল তাই থেকেই কিনা, কে জানে !"

"ষাঁড় থেকে অপস্মার ?" হেড্মাষ্টার মশাই ঘাড় নাড়েন : "সে আবার কি ? আচ্ছা, আমাদের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব।"

পরের দিন সমীর ফের অনুপস্থিত। হেড্মাষ্টার মশায়ের ফার্সট্ পিরিয়ড্; রোল্কল্ করতে গিয়ে আবার তাঁর চোট্ লাগে : "টেন্ ? নম্বর্ টেন্ ? রোল্ নম্বর্ টেন্ ? আজো, আজো আসেনি সমীর ?"

অশোক উত্তর যোগায় : "না সার্ ! তার শরীর ভারী খারাপ।"

"ও হ্যাঁ ! মনে পড়েছে। অপস্মার ! ষাঁড়ের অপভ্রংশ—না কি !—তুমি কাল বলেছিলে না ?"

"না সার্, আজ অন্য অসুখ।" মুখখানা কি রকম করে' অশোক রাফ্খাতার একখানা পাতা বার করে : "আজ হলীমক্।" পত্রপাঠ জানায়।

"হলীমক্ ! সে আবার কি ?" হেড্মাষ্টার মশাই এবার ঘাব্ড়ে যান্ : "সে আবার কি অসুখ ? হোলি খেলার থেকে কিছু হয়েছে না কি ?"

"আমিও তাকে তাই জিজ্ঞেস্ কর্তে গেছ্লাম। ও বল্লে, —তুই বুঝ্বিনে। হলীমক্ ভারী শক্ত ব্যারাম। হোলির

"সমীরের অপস্মার হয়েছে স্যার"

(পৃষ্ঠা—৭৫)

সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। ও একটা কব্‌রেজি অসুখ।" বিরস মুখে অশোক বিবৃতি দ্যায়।

"কব্‌রেজি অসুখ? আমাদের ডাক্তারকে যেতে বল্‌ব আজ তাহলে।" হেড্‌মাষ্টার মশায়ের ভাবনা হয়: "কিন্তু কব্‌রেজি অসুখ ডাক্তারি ওষুধে সার্‌বে কি? আমি নিজেই একবার যাব না হয়।"

"যাবেন সার্। নিশ্চয় যাবেন। ও ভারী ম্রিয়মান্ হয়ে পড়েছে।" অশোক জানাল।

সমীরের অসুখ নিয়ে সারা ইস্কুলে ভারী সোরগোল পড়ে গেল। এমন কি মাষ্টারদের মধ্যেও। ফোর্থ্ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে, এই ফাস্‌ট্ ক্লাসে ওঠা অবধি, একটি দিনের জন্যেও তার কোনো অসুখ করেনি, একদিনও ইস্কুল কামাই করে নি সে। রেগুলার য়্যাটেণ্ডেন্সের প্রাইজ্ পর পর তিন বছর সমীরই মেরেছে। সেই সমীরের উপর্যুপরি তিন তিন দিন কামাই! অসুখের ধরা ছোঁয়া নিয়ে—অসুখ ব্যপদেশে কামাই! ভাব্‌তেই পারা যায় না!

সমীর সে ধরণের ছেলে নয় যে যতই দশটার দিকে কাঁটা এগোয় ততই তার গায়ে কাঁটা দিতে থাকে, কেমন যেন মাথা ধরে' ওঠে আর পেট কামড়াতে লেগে যায়। ডায়ারিয়া, ডিসেন্ট্রি আর ডিপ্‌থিরিয়া সব হৈ চৈ করে' এক সঙ্গে এসে পড়ে। সে ধরণের ছেলেই সে নয়। অসুখের ছুতো নাতা করে' একটা

বাঁধা প্রাইজ—একচেটে—প্রাইজ হাতধরা বাৎসরিক পুরস্কার একখানা—সে যে অত সহজে হাতছাড়া করবে সে ছেলেই নয় সে।

হোলো কী সমীরের? ড্রিল্‌মাষ্টার হেড্‌মাষ্টার মশাইকে প্রশ্ন করলেন। বল্‌তে কি, সমীর বিহনে তাঁরও মন খারাপ, ড্রিল্ করানোর উৎসাহই তাঁর লোপ পেয়েছে। সমীরের ড্রিল্ একটা দেখ্‌বার মতো ছিল। তার য়্যাটেনশান্, তার অ্যাবাউট্ টার্ণ্—সে যে কী জিনিস, না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। এমন এক মিলিটারী কায়দা যে দেখলেই চমক্ লাগে, এমন কি ড্রিল্ মাষ্টার মশাই নিজেই এক একবার চম্‌কে যান্। বয়স্কাউট দলের সমীরই ছিল আদর্শ। সেই সমীরের এ কী কাণ্ড?

সমীরের অভাবে ড্রিল্‌মাষ্টারের ড্রিলের কোনো উদ্দীপনাই আস্‌ছে না।

"তোলি হায় না কী যেন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম হয়েছে, অশোক বল্ল।" গম্ভীর মুখে প্রকাশ করলেন হেড্‌মাষ্টার: "কাল বিকেলে দেখ্‌তে যাব আমি। যদি কালকেও সে না আসে।"

তার পর দিন সমীর ক্লাসে এসে হাজির। সেই সমীরই বটে—কিন্তু অশোক যা বলেছিল তার বেশী—তার ডবোল্ ম্রিয়মান্।

হেড্‌মাষ্টার মশাই, তাকে দেখে, রোল্‌কল্ বন্ধ রেখেই

বল্লেন: "এই যে সমীর! এসেছ আজ! কী খবর তোমার? হোলির হাঙ্গামা চুকেছে?"

"না, সার্। হলীমক্ নয়। যা ভেবেছিলাম তা নয়। আমার লক্ষণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল।" বিষণ্ণ মুখে সমীর বিবৃত করল: "খুব সম্ভব আমার এটা পাণ্ডুরোগ। কিম্বা গুল্মও হতে পারে পেটে।"

পাশ থেকে অশোক ফিস্ফাস্ করে: "কোন গুল্ম? লতা-গুল্ম নাকি? পেট ফুঁড়ে গাছ বেরোবে নাকি তোর?" সবিস্ময়ে জান্‌তে চায়।

"সে তুই বুঝবিনে! শক্ত কব্‌রেজি অসুখ।" সমীরের কণ্ঠস্বরে কারুণ্যের ব্যাঞ্জনা।

"এক কাজ করো।" হেড্‌মাষ্টার মশাই বলেন: "আমাদের ডাক্তারবাবুকে বলে' রেখেছি। তাঁর কাছে যেয়ো। তিনি ভাল করে' তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন।"

সেদিন বিকেলেই ড্রিল্‌মাষ্টার এসে জানালেন: "নাঃ, সমীরের গতিক সুবিধের নয়। সে সমীর আর নেই। ড্রিল্ করতে তার আর পা ওঠে না। বলে যে—কী যেন বল্ল—কী না কি তার হয়েছে!"

"শ্লীপদ?" হেড্‌মাষ্টার মশাই হক্‌চকিয়ে যান্: "তবে যে বল্ল, গুল্ম না কি? এর মধ্যেই—এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই—অসুখ আবার বদলে গেল কি রকম?"

"কি করে' বল্‌ব! সমীরই জানে।" বল্লেন ড্রিল মাষ্টার।

"কী বল্ল ?" হেড্মাষ্টার চোখ কপালে তুলে ত্যান্ : "কী হোলো আবার ? এর মধ্যেই আবার কী হয়ে গেল তার ?"

"শ্লীপদ—না-কী !" ড্রিল্মাষ্টার মশাই স্মরণ শক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্ত করেন : "বল্ছে যে সার্, বোধ হয় আমার শ্লীপদ হয়েছে, কই, পা তেমন আর তুল্তে পারছিনে তো !"

"শ্লীপদ কি জিনিস ?" পুনশ্চ তাঁর অনুযোগ হয়। তিনি বিশদরূপে জানতে চান্ : "কী জাতীয় বিপদ ?"

"কি করে জানব ?" ড্রিল্মাষ্টার মশাই মুখ ব্যাকান্ : "বলছে, শ্লীপদ কিম্বা ধনুঃস্তম্ভ—দুটোর একটা কিছু হবে। শুনে তো মশাই, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি।"

"এসব আবার কি ব্যামো ?"

"কি করে' বলব ? পক্ষাঘাত হলেও বুঝতুম। ধনুষ্টঙ্কার হলেও বোঝা যেত।" ড্রিল্মাষ্টার জানান্ : "আবার বলছে, এই শ্লীপদ থেকে শেষটায় নাকি গৃধ্রসীও দাঁড়াতে পারে। এই বলে' ড্রিল্ ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বসে আছে তখন থেকে।" ড্রিল্মাষ্টার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালেন : "মুখ চুণ করে' এক কোণে গিয়ে বসে রয়েছে ! এমন বিচ্ছিরি লাগ্ছে আমার !"

"কী সর্ব্বনাশ ! কী বল্লেন—গৃধিনী—না কি ? যাক্গে, তাহলে তো ওকে গাড়ী করে' বাড়ী পাঠানো দরকার।" হেড্-মাষ্টার মশাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পরদিন সমীর আবার গরহাজির। আবার তার দেখা নেই!

অশোক বল্ল, রাফ্ খাতার পাতা উলটে, ভালো করে' পড়ে দেখে সে বল্ল, "ওর অশ্মরী হয়েছে সার্। পাছে আমার মনে না থাকে, তাই আমি টুকে এনেছি।"

হেড্মাষ্টার মশাই ভড়কান্ না, বোধ হয় এমনই একটা বিজাতীয় কিছুর জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, সহজেই ধাক্কাটা সাম্‌লে নেন্ঃ "অশ্মরী? কোনো অশ্ব টশ্ব এবার তাড়া করেছিল নাকি?

"কি করে' জানব, সার্? আমিও তাই জান্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু—কিন্তু—কি বল্‌ব? আগে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে আসত, এখন কেবল মুখ কাচু মাচু করে' থাকে আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' তাকায়। বলে, 'আর বেশী দিন আমি বাঁচব না।"

"আমি, মানে, সে।" অশোক আরো ভালো করে' পরিষ্কার ছ্যায়। "আমি নিজে মরতে যাচ্ছিনে।"

"অশ্মরী? কস্মিন্ কালেও শুনি নি। কোনো অমানুষিক ব্যাধি নিশ্চয়! মানুষের তো এসব রোগ হবার কথা নয়। অশ্ব-টশ্বরই এসব হয়ে থাকে হয় তো।"

"গাধাদেরও তো হয় না, কি বলেন সার্?" অশোক জানতে চায়। "আমিও তো সেই কথাই তো ওকে বল্‌ছি।"

"কি করে' বল্‌ব? নামও শুনি নি কখনো। বিলিয়াস্ ফিভার্ কি বিলিয়ারি কলিক্ হলেও না-হয় বুঝতুম।" তিনি

"হোলি হায় না কী যেন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম হয়েছে !"

(পৃষ্ঠা—৭৯
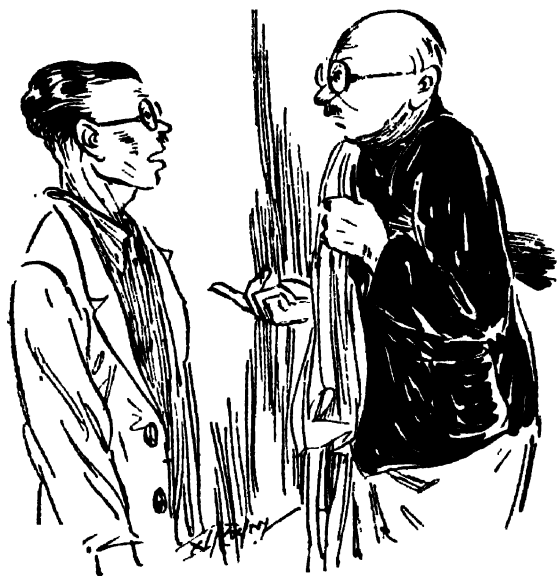
বলেন: "এমন কি, হুপিংকাফ্ হলেও কিছু-কিছুটা বোঝা যেত।"

ইস্কুল ছুটির পর, বাড়ী ফিরে, অশোক সমীরের কাছে গেল। "এই যে, তুই এখনো বেঁচে রয়েছিস্! মরিস্‌নি তো এখনো?"

"না, এখন পর্য্যন্ত তো না।" ম্লান মুখে সমীর জানায়।

"কেন, মর্‌ছিস্ না কেন? এমন সব তোর শক্ত শক্ত অসুখ! ভারী ভারী উচ্চারণ! শুনে হেড্‌মাষ্টার মশাই পর্য্যন্ত উলটে গেছেন! মর্‌ছিস্ না যে?" অশোক জবাব দিহি চায়।

"কি করে' বল্‌ব!" সমীর বিষণ্ণ স্বরে বলে: "আমিও তো তাই ভাব্‌ছি।"

"ভেবেছিলাম এসে দেখব তুই মারা গেছিস্।" অশোক হতাশ কণ্ঠে বলে।

সমীর কিছু বলে না, শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফ্যালে।

"আচ্ছা, মর্‌লি কিনা, কাল আবার খোঁজ নেব।" অশোক যদ্দূর সম্ভব মুখখানা শোকাতুর করে' আনে: "এখন খেলতে যাই? কেমন?"

পরদিন ক্লাসে সমীরকে দেখতে পেয়েই হেডমাষ্টার মশাই উসকে ওঠেন: "আজ—আজ আবার কী অসুখ তোমার? বিসূচিকা না কি?"

"য়্যাঁ? আজ্ঞে?—" সমীর একটু চম্‌কে যায়।

"মানে, কলেরা টলেরা নয় তো?" হেডমাষ্টার মশায়ের ব্যাখায় প্রাণ-জল-করা প্রাঞ্জলতা: "কলেরা, আরো কঠিন হলে

কব্‌রেজি হয়ে ওঠে কিনা! তখন বিসূচিকা হয়ে দাঁড়ায়—বিসূচিকাই দাঁড়িয়ে যায়!"

"না সার্। কোনো অসুখ না সার্। ডাক্তারবাবুর কাছে গেছলাম। তিনি বল্লেন, ভালো করে' পরীক্ষা করে' দেখে বল্লেম, আমার নাকি কোনো অসুখই হয় নি।" সমীর বল্ল, বেশ একটু ক্ষুণ্ণ স্বরেই বল্ল।

"অসুখ হয়নি? বাঁচা গেল!" হেডমাষ্টার মশাই উছ্‌লে উঠলেন: "তবে আর কি! তবে তো ভালোই! খাও দাও আর কসে' ড্রিল্ করো।"

"না সার, ভালো না। আমি নিজে বুঝতে পারছি আমার শরীর ভালো না।" সমীর চিঁ চিঁ করে।

"তোমার কিচ্ছু হয়নি সমীর! সত্যি কিছু হয়ে থাকলে ডাক্তারবাবু ধরতে পারতেন। এ সব তোমার কাল্পনিক অসুখ। তুমি আমাদের ইস্কুলের আদর্শ ছেলে, তোমার কি এসব সাজে?" হেডমাষ্টার মশাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন।

সমীর কোনো প্রেরণা পায় না। মলিন মুখে, সারা পৃথিবীর সমস্ত পীড়া বহন করে', প্রপীড়িত সমীর কাতর দেহে দাঁড়িয়ে থাকে।

এবং তারপর সমীর, উপরো উপরি চারদিন, ইস্কুলের আদর্শ ছেলে সমীর, ইস্কুল কামাই কর্‌ল।

আর অশোক, তার রাফ্‌খাতা উল্‌টে, যতো পাতা উল্‌টে

পাল্টে, চার দিনে চার রকমের অসুখের ফিরিস্তি দিল। শোথ, রক্তাতিসার, গলক্ষত, আর কামলা। সেই সঙ্গে এও জানাল, এই চার দিনেই তার হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছু নেই।

ড্রিল্‌মাষ্টার বল্লেন: "অগ্নিমান্দ্য হলেও বুঝতুম। কামলা আবার কি মশাই?"

"কানমলা দিলেই সারবে।" বল্লেন হেডমাষ্টার। "তবে কসে মলা দরকার।"

এবং সেই মৎলবে, হাত কসে', রোষকষায়িত হয়ে, সেদিন বিকেলেই সমীরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি।

"সমীর, আছো?" বলে' একখানা হাঁক্ ছাড়লেন: হেড-মাষ্টারি জাঁদ্‌রেল্ হাঁক্!

"রয়েছি সার্।" ওপর থেকে কাহিল গলায় জবাব এল: "এখনো রয়েছি।"

জীর্ণ শীর্ণ সমীর, কম্পিত পায়ে নীচে নেমে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। শরীরে তার কিছু নেই, এই গরমের দিনেও মোটা একটা কোট—সেই কোট্ ছাড়া আর কিছুই নেই তার শরীরে। আর কোটের কোটরে এক তাড়া কী সব! দেখলে তাকে চেনাই যায় না।

কান মল্‌বেন কি, তাঁর হাতই উঠল না। হেডমাষ্টারের মনে হোলো, ডাক্তারেরই ভুল, একটা কোনো শক্ত অসুখ বিসুখ নিশ্চয়ই সমীরের হয়েছে,—না হয়ে আর বাকী নেই।

"এ কী! কী হয়েছে তোমার?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"কী যে হয়েছে, তাই তো ঠিক ধরতে পারছিনে সার্, খুব শক্ত অসুখ, তাতে ভুল নেই, কিন্তু একটা অসুখ তো নয়! একসঙ্গে একশ'টা অসুখ আমাকে ধরেছে। আমি আর বাঁচব না, সার্।"

"না, না, বাঁচবে বই কি! অসুখ হলে কি সারে না? সার্বার জন্যেই তো অসুখ! ভালো করে' একেবারে সারবার জন্যেই তো অসুখরা আসে।" হেডমাষ্টার মশাই ওকে উৎসাহ দ্যান্। "কী হয়েচে বলো।"

"কী হয়েচে তাই তো জানিনে সার্। আচ্ছা, আচ্ছা—" খানিক আম্‌তা আম্‌তা করে' সমীর অবশেষে প্রবাহিত হয়ঃ "আচ্ছা, আমার কি অকালবার্দ্ধক্য হতে পারে?"

"অকালবার্দ্ধক্য? তোমার? এই বয়সে?" তবু একবার ওর আগাপাশতলা ভালো করে' তাকিয়ে তিনি দেখে নেনঃ "অকাল বার্দ্ধক্য তোমার হতেই পাবে না। অসম্ভব!"

"তাহলে কী যে হোলো, সেইতো এক মুস্কিল!—" সমীর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেঃ "বাতরক্ত—কি রক্ত-পিত্ত কোনটা যে—কি করে' বলব? আচ্ছা সার্, আমবাত আর আমাশা কি একই জিনিস? ওরই একটা, কিম্বা দুটোই হয়তো এক সঙ্গে আমার হয়ে থাকবে।"

"কি রকম হয় বলতো? খুব পেট কাম্‌ড়ায়? মোচড় দ্যায় খুব?"

"ভয়ন্ত দ্যায়, কিন্তু কিছু টের পাই না।" সমীর জানায়ঃ

"তবে—তবে হয়তো সন্ন্যাস হওয়াও সম্ভব। আমার কি এ বয়সে সন্ন্যাস হতে পারে না?"

"সন্ন্যাস? খুব অসম্ভব কি? শ্রীচৈতন্যের—প্রায় এই বয়সেই তো হয়েছিল। কিন্তু এবার ম্যাট্রিক্ পাশ করবার বছর, এখন সন্ন্যাসের কথা ভাবছ কেন?"

"না সার্, সে সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাস ব্যামো। হঠাৎ হয়—হলে মানুষ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সার্, কদিন ধরে, আমার গলার ভেতরটা ভারি খুস্খুস্ করছে, গলগণ্ড হয়েছে কিনা কে জানে! না কি গোদ—না কি বলেন? গলগণ্ড বুঝি পিঠেই হয় কেবল? দিন রাত ভেবে ভেবেই আমি আরো কাহিল হয়ে পড়ছি। এত রকমের অসুখ রয়েছে পৃথিবীতে—এত বিচ্ছিরি সব অসুখ—নাঃ, পৃথিবীতে আর সুখ নেই। চোখটাও কেমন কর্ কর্ করছে তখন থেকে।"

"কেন, চোখে আবার কী হোলো?"

"কত কিছুই তো হতে পারে! ইন্দ্রলুপ্ত হলেই বা কে আট্‌কাচ্ছে?"

"ইন্দ্রলুপ্ত? চোখে ইন্দ্রলুপ্ত?" হেড্‌মাষ্টারমশাই চোখালো প্রতিবাদ করেন: "আমার যদ্দূর ধারণা, চোখ যদিও একটা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ই বটে, তবু চোখে কদাচ ইন্দ্রলুপ্ত হয় না। হতে পারে না কখনো।"

"তাহলে ছানিই পড়ছে হয়তো।" সমীর করুণ চক্ষে তাকায়।

'আজ থেকে তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল!'

(পৃষ্ঠা—৯১)

"সেটা বরং সম্ভব।" হেড্‌মাষ্টার বলেন: "কিম্বা চাল্‌সেও হতে পারে। আমার একবার হয়েছিল, কিন্তু তাতে কি হয়েছে, তার জন্য এত ভাব্‌ছ কেন? অত ভয় কিসের? ছানার মতো ছানিও কাটানো যায়।"

"চোখ কাটালে কি আর বাঁচ্‌বো?" সমীরের দৃষ্টি আরো কাতর হয়ে আসে: "চোখ গেলে আর কী থাক্‌বে? সেই জন্যেই বুঝি কদিন ধরে' খালি চোখের জল পড়ছে। সেইজন্যেই —না কি? না, চোখের মধ্যে উদরী হয়েছে আপনি বল্‌ছেন?"

উদরীর উচ্চারণেই সমীরের উদরের দিকে হেড্‌মাষ্টারের লক্ষ্য পড়ে।

"তোমার কোটের পকেটে উঁচু হয়ে রয়েছে ও কি? টেলিফোন্ ডিরেক্‌টরী?" হেড্‌মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন।

অত্যন্ত অনিচ্ছায়, সমীর পকেটের জঠোর থেকে, মোটা একখানা বই বের কর্‌ল।

হেড্‌মাষ্টার মশাই হাতে নিয়ে দেখ্‌লেন: বইটার মলাটে, বড় বড়, মেজ মেজ, ছোট ছোট হরফে লেখা: "শরীর সুস্থ রাখো! পাঁচশত শক্ত ব্যধির সরল কবিরাজি চিকিৎসা। প্রথম সংস্করণ সন ১২৯২ সাল। মূল্য এক মুদ্রা।"

"বুঝেছি।" হেড্‌মাষ্টার মশাই ঘাড় নাড়লেন: "কোনো পুরোণো বইয়ের দোকান থেকে কিনেচ নিশ্চয়। এতক্ষণে তোমার ব্যায়রামের হদিশ পেলাম। আসল কারণ বোঝা গেল। সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হোলো এতক্ষণে। এ বই আমি বাজেয়াপ্ত

করলুম। আজ থেকে তোমার কোনো অসুখ নেই আর। বুঝেচ?" হেসে বল্লেন হেড্মাষ্টার মশাই : "তোমার সব অসুখ বেহাত হয়ে গেল—আমি হস্তগত করে' নিয়ে চল্লুম। বুঝলে? যাও, খ্যালো গে এখন।"

সমীর বল্ল : "হ্যাঁ সার্।" প্রকাণ্ড একটা ঘাড় নেড়ে বল্ল সে। মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে যেতেই ঘাড়টা যেন হাল্কা হয়ে গেছে তার। আর তার পরেই, হেড্মাষ্টার মশায়ের অন্তর্দ্ধানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তিড়িং বিড়িং করে' লাফাতে লাফাতে খেলতে চলে গেল সে।

— — — —

হেড্মাষ্টার মশাই ফেরবার পথে ড্রিল্ মাষ্টারের বাড়ী গিয়ে চড়াও হলেন—সদ্যলব্ধ সেই 'শরীর ভালো রাখো!' বগল দাবাই করে'।

"এই দেখুন, আপনার সমীরের যতো আধিব্যাধি—এই দেখুন্ এই আমার হাতেই। দেখচেন?—"

"ও বাবা! এ যে খালি অসুখ! অসুখেই ভর্ত্তি! পাঁচশো রকমের ব্যামো দেখচি যে! দারুণ যতো ব্যায়রাম! য়্যাঁ?" ড্রিল্মাষ্টারের বাক্যস্ফূর্ত্তি লোপ পায়!

"হাঁ, সমীরের শুধু দশটার ওপর দিয়েই গেছে। চারশো নব্বইটার বাকী ছিল এখনো—কিন্তু তাদের আক্রমণ থেকে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছি—এক ধাক্কায় সারিয়েছি সব গুলোই।"

হেড্ মাষ্টার মশাই ড্রিল্‌মাষ্টারের সাথে সহাস্য হয়ে উঠ্‌লেন।

পরদিন, প্রথম ঘণ্টা পড়্‌বার আগেই সমীর ক্লাসে এসে হাজির।

সারা ইস্কুলে কেবল দুজন সেদিন অনুপস্থিত। ড্রিল্ মাষ্টার মশাই আর হেড মাষ্টার মশাই! তাঁরা এখনো এসে পৌঁছতে পারেন নি, এবং আস্‌তে পারবেন না, খবর পাঠিয়েছেন।

দুজনেই খুব অসুস্থ।

ড্রিল্ মাষ্টার মশায়ের পিত্তবিকার হয়েছে! পিলেশূলও হতে পারে—এমন কি, জ্বরাতিসার হওয়াও আশ্চর্য্য না! আর হেড্ মাষ্টার মশায়ের—

কী হয়েছে ভেবে তিনি কূল পাচ্ছেন না। বিছানায় তিনি শুয়ে, সেই সকাল থেকেই! সারা দিন কিছু খান্‌নি, কেবল একবার বুকে আরেকবার পেটে—নিজের পেটেই—হাত বুলোচ্ছেন থেকে থেকে।

হৃদ্রোগ কিম্বা উদরাধ্মান—দুটোর কোনো একটা তাঁকে পেয়ে বসেছে, সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই।

খুব শক্ত অসুখ, তাতে আর সংশয় কি?

শেষ